পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০১: বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার

নেতৃত্ব
(তথ্যপুস্তক)

জুন ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

বিষয়: বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার

লেখক

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
এ কে এম ওবায়েদুল্লাহ, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, শ্রীপুর, গাজীপুর
মোঃ আবু তাহের, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-প্রধান সমন্বয়ক

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সম্পাদক

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ শরীফ উল ইসলাম
শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিকুলাম ডেভেলপার সমন্বয়ক

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জুন ২০২৩

মুখবন্ধ

প্রসঙ্গকথা

মডিউল পরিচিতি

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বে, পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরিমার্জিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন) প্রশিক্ষণে 'বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকর' শীর্ষক মডিউলটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত মডিউলে নেতা ও নেতৃত্ব, নেতা হিসেবে একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলি, বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির নেতৃত্ব গঠন, শিক্ষাক্রমিক ও সহ- শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বাস্তবায়নে নেতৃত্ব, বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, অংশীজন সম্পৃক্তকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণে নেতৃত্ব, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে নেতৃত্ব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য অংশগ্রহণমূলক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও কর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য

শিক্ষকগণের কার্যকর নেতৃত্বের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন সাধন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য

১. শিক্ষকগণকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে নেতৃত্বের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সাহায্য করা।
২. শিক্ষকগণকে নেতৃত্বের গুণাবলি ও দক্ষতা অর্জন করতে সহায়তা করা।
৩. শিক্ষকগণের কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ।
৪. বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর নেতৃত্ব প্রদানে প্রধান শিক্ষককে দক্ষ করে তোলা।
৫. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে শিক্ষকগণকে দক্ষ করে তোলা।
৬. লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটিকে কার্যকরভাবে নেতৃত্ব প্রদানে শিক্ষকগণকে সক্ষম করে তোলা।
৭. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির নেতৃত্ব বিকাশে শিক্ষকগণকে দক্ষ করে তোলা।

তথ্যপুস্তক ব্যবহারের নির্দেশনা

তথ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণে বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকর মডিউলটির জন্য প্রণীত। বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার মডিউলটির নেতৃত্ব বিষয়ক বিষয়বস্তু উপস্থাপনকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ এটি ব্যবহার করবেন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য তথ্যপুস্তকটিতে তথ্যপত্র এবং কর্মপ্রত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। তথ্যপত্র ব্যবহারকে সহজবোধ্য করবার জন্যে অধিবেশন ও কাজের সাথে মিল রেখে তথ্যপত্রে ক্রমিক নম্বর দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীগণ মডিউলটির অন্তর্ভূক্ত অধিবেশন উপস্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্রগুলো পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন এবং প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্র এবং কর্মপ্রত্র ব্যবহার করবেন। অধিবেশন উপস্থাপনকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ অভিজ্ঞতার সাথে তথ্যপত্রের বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।

তথ্যপুস্তকটি প্রশিক্ষণকালীন ব্যবহার হলেও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে কার্যসম্পাদনের জন্য এবং শিক্ষকগণের আত্ন-উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক শিখন সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারযোগ্য।

পরিমার্জিত ডিপিএড
(মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ)
বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার
প্রশিক্ষণ ম্যাট্রিক্স

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	অধিবেশন ভিত্তিক শিখনফল	অধিবেশন ভিত্তিক কাজ	সহায়ক তথ্যের শিরোনাম	পদ্ধতি	উপকরণ
১	নেতা ও নেতৃত্ব	ক. নেতা ও নেতৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। খ. বিদ্যালয় উন্নয়নে নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন। গ. বিদ্যালয় উন্নয়নে নেতৃত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।	অংশ ক: নেতা ও নেতৃত্বের ধারণা অংশ খ: নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরন অংশ গ: বিদ্যালয় উন্নয়নে নেতৃত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি	• নেতা ও নেতৃত্ব-এর ধারণা • নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরন • বিদ্যালয় উন্নয়নে নেতৃত্বের গুরুত্ব	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন।	ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, তথ্যপত্র
২	একজন আদর্শ শিক্ষকের নেতৃত্বের গুণাবলি	ক. একজন আদর্শ শিক্ষকের নেতৃত্বের গুণাবলি কী তা' ব্যাখ্যা করতে পারবেন। খ. নেতৃত্ব উন্নয়নের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	অংশ ক: একজন আদর্শ শিক্ষকের নেতৃত্বের গুণাবলি অংশ খ: নেতৃত্ব উন্নয়নের উপায়সমূহ	• একজন আদর্শ শিক্ষকের নেতৃত্বের গুণাবলি • নেতৃত্ব উন্নয়নের উপায়সমূহ	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন	ভিপ কার্ড, মার্কার, সাইন পেন, পোস্টার পেপার, কর্মপত্র (নেতৃত্ব গুণাবলির মূল্যায়ন ছক)
৩	শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির নেতৃত্ব গঠন	১. বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির নেতৃত্ব গঠনের কৌশল নির্ধারণ করতে পারবেন।	অংশ ক: বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির নেতৃত্ব গঠন কৌশল	• বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির নেতৃত্ব গঠনে করণীয়	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন	ভিপ কার্ড, মার্কার, সাইন পেন, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া,তথ্যপত্র
৪	শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে	ক. শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির	অংশ ক: শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক	▪ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি	ব্রেইন স্টর্মিং,	মার্কার, সাইন পেন, পোস্টার পেপার,

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	অধিবেশন ভিত্তিক শিখনফল	অধিবেশন ভিত্তিক কাজ	সহায়ক তথ্যের শিরোনাম	পদ্ধতি	উপকরণ
	নেতৃত্ব: শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি	ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। খ. শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। গ. বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।	কার্যাবলির ধারণা ও গুরুত্ব অংশ খ: বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বাস্তবায়নে করণীয়	▪ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ধরন ▪ সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ▪ সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব ▪ সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বাস্তবায়নে প্রধান শিক্ষকের করণীয়	প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন	মাল্টিমিডিয়া, তথ্যপত্র
৫	একাডেমিক তত্ত্বাবধান	ক. একাডেমিক তত্ত্বাবধান এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন। খ. একাডেমিক তত্ত্বাবধানে প্রধান শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন। গ. শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন। ঘ. ফলাবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	অংশ ক: একাডেমিক তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব অংশ খ: একাডেমিক তত্ত্বাবধানে প্রধান শিক্ষকের করণীয় অংশ গ: শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ দক্ষতা অংশ ঘ: ফলাবর্তন প্রক্রিয়া	▪ একাডেমিক তত্ত্বাবধান ▪ একাডেমিক ▪ তত্ত্বাবধানের লক্ষ্য ▪ একাডেমিক তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব ▪ একাডেমিক তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া ▪ একাডেমিক তত্ত্বাবধান কৌশল ▪ পর্যবেক্ষণ ফরম-১ ▪ পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক-২ ▪ ফলাবর্তনের আলোচনা	ভূমিকাভিনয়, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ	তথ্যপত্র, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার, পোস্টার পেপার, সাইন পেন

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	অধিবেশন ভিত্তিক শিখনফল	অধিবেশন ভিত্তিক কাজ	সহায়ক তথ্যের শিরোনাম	পদ্ধতি	উপকরণ
				সারসংক্ষেপ ছক-৩		
৬	শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে নেতৃত্ব	ক. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। খ. প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন। গ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।	অংশ ক: শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব অংশ খ: প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নে করনীয় অংশ গ: শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয়	• ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কি? • ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে তোলার উপায় • ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সুবিধা • ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের গুরুত্ব • প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয়	ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, একক কাজ, দলগতকাজ	তথ্যপত্র, হোয়াইট বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, VIPP কাড
৭	আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তুলতে অংশীজন সম্পৃক্ততা ও উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল	ক. বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কমিউনিটিকে সম্পৃক্তকরণের কৌশল নির্ধারণ করতে পারবেন। খ. আন্ত: সম্পর্কোন্নয়ন ও নিবিড় যোগাযোগ উন্নয়নে মা সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ ও হোম ভিজিট এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	অংশ ক: বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কমিউনিটিকে সম্পৃক্তকরণ কৌশল অংশ খ: আন্ত: সম্পর্কোন্নয়ন ও নিবিড় যোগাযোগ উন্নয়নে মা-সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ ও হোম ভিজিট এর গুরুত্ব	• বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কমিউনিটিকে সম্পৃক্তকরণ কৌশল ▪ মা ও অভিভাবক সমাবেশের গুরুত্ব ▪ হোমভিজিটের গুরুত্ব	একক কাজ, আলোচনা, দলগত কাজ,উপস্থাপন	ভিপ কার্ড, মার্কার, ফ্লিপ চার্টে/পোস্টার, সাইন পেন, মাল্টিমিডিয়া, তথ্যপত্র

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	অধিবেশন ভিত্তিক শিখনফল	অধিবেশন ভিত্তিক কাজ	সহায়ক তথ্যের শিরোনাম	পদ্ধতি	উপকরণ
৮	বিদ্যালয়ে নিরাপদ, নান্দনিক ও শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে নেতৃত্ব	ক. নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। খ. নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। গ. নান্দনিক বিদ্যালয় বিনির্মাণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।	অংশ ক: নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বিদ্যালয় অংশ খ: নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অংশ গ: নান্দনিক বিদ্যালয় বিনির্মাণের ক্ষেত্রসমূহ ও করণীয়	• নিরাপদ বিদ্যালয় কী • শিশু-বান্ধব বিদ্যালয় কী • নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ের গুরুত্ব ▪ একটি নিরাপদ বিদ্যালয় বিনির্মাণের ক্ষেত্রসমূহ ▪ বিদ্যালয়কে নিরাপদ, নান্দনিক ও আনন্দময় করতে করণীয়	ভিডিও প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ	মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ভিপকার্ড, মাস্কিং টেপ, মার্কার, হোয়াইট বোর্ড, ভিপবোর্ড

সূচিপত্র

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	নেতা ও নেতৃত্ব	১২
২	একজন আদর্শ শিক্ষকের নেতৃত্বের গুণাবলি	২১
৩	শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির নেতৃত্ব গঠন	২৫
৪	শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নেতৃত্ব: শিক্ষাক্রমিক ও সহ- শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী	২৭
৫	একাডেমিক তত্ত্বাবধান	৩১
৬	শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে নেতৃত্ব	৫৫
৭	আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তুলতে অংশীজন সম্পৃক্ততা ও উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল	৫৯
৮	বিদ্যালয়ে নিরাপদ, নান্দনিক ও শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে নেতৃত্ব	৬১

মডিউল-১

অধিবেশন-১	নেতা ও নেতৃত্ব

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. নেতা ও নেতৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. বিদ্যালয় উন্নয়নে নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ. বিদ্যালয় উন্নয়নে নেতৃত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।

অধিবেশনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন।

তথ্যপত্র ১.১

নেতা ও নেতৃত্ব

নেতা

সাধারনভাবে বলা যায়, কোনো সাধারন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে ব্যক্তি কোনো দল বা জনগোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করে তাকে নেতা বলে। একজন নেতা সাধারনত কোনো দল, প্রতিষ্ঠান বা জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে প্রথমে সচেতন করে তোলেন। তারপর তিনি তাদের সংগঠিত, অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করে সেই লক্ষ্য অর্জনের কর্মে তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করেন। একজন নেতা তার অনুসারীদেরকে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সকলের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করেন।

কোনো প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান প্রধান বা উচ্চপদে কর্মরত ব্যক্তিবর্গই নেতা নন, বরং সাধারণ কোনো কর্মীও তার অধিক্ষেত্রে নিজ গুণ, দক্ষতা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্বের আসনে দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিগণের নেতৃত্বই যথেষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মীগণকেও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া অতীব জরুরী।

নেতৃত্ব

নেতৃত্বকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কোনো কোনো শিক্ষাবিদের মতে, নেতৃত্বে হলো একটি প্রক্রিয়া; আবার কোনো কোনো শিক্ষাবিদ মনে করেন, নেতৃত্ব হলো মানুষের আচরণ, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করার একটি গুণ। যে সকল শিক্ষা তাত্ত্বিকগণ নেতৃত্বকে প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন তাঁদের মতে, নেতৃত্ব হলো নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে সংঘটিত একটি প্রক্রিয়া যেখানে নেতা ও অনুসারী উভয়েই অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, যে সকল তাত্ত্বিক নেতৃত্বকে ব্যক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেন তাদের মতে, কোনো ব্যক্তি তথা নেতা কর্তৃক অনুসারীদের প্রভাবিত ও পরিচালনা করার কাজকেই নেতৃত্ব বলে। সাধারণত, কোনো সাধারণ

লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো দল, প্রতিষ্ঠান বা জনগোষ্ঠীকে কোনো বিষয়ে সচেতন, সংগঠিত, অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করা; সেই লক্ষ্য অর্জনের কর্মে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা; এবং লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করার কর্মতৎপরতাকে নেতৃত্ব বলে। সকল ধরণের সংজ্ঞারই সারকথা হলো 'নেতৃত্ব হলো একটি প্রভাব প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি দল বা জনগোষ্ঠী তাদের সাধারণ লক্ষ্য অর্জন করে'।

নেতৃত্বের আরও কয়েকটি সংজ্ঞা

- লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ প্রভাবিত করার দক্ষতাকে বলা হয় নেতৃত্ব।
- নেতৃত্ব হলো এমন এক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নির্দেশনা, পরামর্শ ও কৌশল দ্বারা অপরকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা আচার আচরণ ও মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- নেতৃত্ব হচ্ছে নেতা কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় কাজে অংশগ্রহণে কাজ করে।
- নেতৃত্ব হচ্ছে জনগণকে প্রভাবিত করার এমন একটি কলা-কৌশল যাতে তারা দলীয় লক্ষ্য অর্জনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।
- নেতৃত্ব হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত একটি সংগঠিত দলের কার্যাবলীকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া।

তথ্যপত্র ১.২

নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরন

নেতৃত্বের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যেক নেতাই স্বতন্ত্র। নেতৃত্বের স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। বিভিন্ন তাত্ত্বিক নেতৃত্বকে বিভিন্ন ধরনে বিভক্ত করে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধরণসমূহ নিম্নরুপ:

- রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব (Transformational Leadership)
- শিক্ষণমূলক নেতৃত্ব (Instructional Leadership)
- কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব (Authoritative Leadership)
- বন্টনমূলক নেতৃত্ব (Distributed Leadership)
- বিনিময়মূলক নেতৃত্ব (Transactional Leadership)
- গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Democratic Leadership)
- একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Autocratic Leadership)
- ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব (Charismatic Leadership)

এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য রূপান্তরমূলক, শিক্ষণমূলক, কর্তৃত্বমূলক ও বন্টনমূলক নেতৃত্ব অধিকতর কার্যকর নেতৃত্ব বলে মনে করা হয়।

- রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব (Transformational Leadership): রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব ব্যক্তির মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তিকে অন্তর্নিহিতভাবে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট থাকেন। সকলের অংশীদারিত্বমূলক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব তার অনুসারী বা কর্মীদেরকে তাদের নিকট থেকে প্রত্যাশিত কর্মতৎপরতা ও উৎকর্ষের চেয়েও অধিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরণের নেতৃত্ব নিজে উন্নত আদর্শ চর্চার মাধ্যমে আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করে অনুসারীদেরকে উন্নত আদর্শের চর্চা করতে এবং সমস্যা সমাধান ও উদ্দেশ্য সাধনে উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল হতে উৎসাহিত করে।

  রূপান্তমূলক নেতৃত্বের চারটি প্রধান উপাদান হলো:

  ১। আদর্শিক প্রভাব (Idealized Influence): দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, রোল মডেল হন;

  ২। অনুপ্রেরণা ও উদ্বুদ্ধকরণ (Inspirational Motivation): অনুপ্রেরণা দেন ও উদ্বুদ্ধ করেন;

৩। বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনা (Intellectual Stimulation): উদ্ভাবন ও সৃজনশীল হতে উদ্দীপিত করেন এবং

৪। স্বতন্ত্র সহযোগিতা (Individual Consideration): প্রতিটি কর্মীর স্বতন্ত্রতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও সহযোগিতা দেন।

রূপান্তরমূলক নেতা তাদের অনুসারী এবং তাদের সংগঠনের জন্য উচ্চ ও যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য নির্ধারণ করে। রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতি, সম্পৃক্ততা, আনুগত্য এবং অনুসারীদের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। অনুগামীরা নেতার প্রতি সমর্থন প্রদর্শনের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালায়, নেতার মত হয়ে উঠতে নেতাকে অনুকরণ করে এবং আত্মসম্মানবোধ না হারিয়ে আনুগত্য বজায় রাখে।

- শিক্ষণমূলক নেতৃত্ব (Instructional Leadership): বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বে মধ্যে বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষণমূলক নেতৃত্ব অত্যন্ত কার্যকর নেতৃত্ব। বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন তথা শিখন-শেখানো কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা। শিক্ষণমূলক নেতৃত্ব মূলত বিদ্যালয়ে কার্যকর ও উত্তম শিখন-শেখানো পদ্ধতির প্রয়োগ এবং সকল শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সহকারী শিক্ষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করে।

  শিক্ষণমূলক নেতৃত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: ১) মডেলিং (আদর্শ পাঠ), ২) মনিটরিং, ৩) ডায়ালগ (সংলাপ), ও ৪) মেন্টরিং। মডেলিং, মনিটরিং, ডায়ালগ, মেন্টরিংএর মাধ্যমে এ ধরণের নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রধান শিক্ষক প্রধানত: সহকারী শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে নেতৃত্ব দেন বলে এই ধরণের নেতৃত্বকে শিক্ষণমূলক নেতৃত্ব বলা হয়।

- কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব (Authoritative Leadership): নেতৃত্বের অনেক ধরনের মধ্যে কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব অন্যতম। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে ও কর্মীদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের নেতৃত্ব বেশ কার্যকর। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের সাথে সমন্বয় করে এ ধরণের নেতা লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। লক্ষ্য অর্জনের কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। প্রতিটি ধাপ নিজে গভীরভাবে তদারকি করেন। প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য অর্জনকে তারা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন এবং এ জন্য করণীয় সব প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেন। প্রতিটি কাজেই দলের সদস্যদের মতামত নেন। তবে যখন মনে করেন মতামত কাজকে বাঁধাগ্রস্থ করতে পারে তখন একাই সিদ্ধান্ত নেন।

  অর্থাৎ কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠান বা দলের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া ও ধাপ নির্ধারণ করে, দল গঠন (টিম বিল্ডিং) করে এবং কর্মতৎপরতায় অনুসারীগণের সাথে নিজে অংশগ্রহণ

করে লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়। কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব অনুসারীগণকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্তৃত্বের বিচক্ষণ প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধরণের নেতা দলীয় লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

- কর্তৃত্বমূলক নেতা একজন ভিশনারি নেতা। তিনি নিজে লক্ষ্য ঠিক করেন এবং অন্যদের সাথে নিয়ে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেন।
- প্রতিষ্ঠানের সফলতাই তাদের মূল লক্ষ্য, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তারা উচ্চাশা পোষণ করেন।
- করণীয় নির্ধারণে তারা সহকর্মীদের পরামর্শ নেন, আবার কখনো কখনো প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন।
- তারা আশা করেন কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। আবার সহকর্মীদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে তিনিও নিরলসভাবে কাজ করেন।
- তারা জানেন কখন কোথায় কিভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করলে কোন কাজে সফলতা পাওয়া যাবে।
- সহকর্মীদের সাথে মিলে কাজ করার ক্ষেত্রে তারা দক্ষতার পরিচয় দেন, আবার কোন কাজ একা সম্পন্ন করার মতো সাহসও তাদের আছে।
- এ ধরণের নেতা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, বিশেষ করে সংকট কালীন সময়ে যখন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় এ ধরণের নেতৃত্ব খুব কাজে লাগে।
- সহকর্মীদের দিয়ে কোন কাজ করানোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে নির্দেশনা দেন। তাই কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে এ বিষয়ে দলের সদস্যদের মধ্যে কোন দ্বিধা থাকেনা।কাজের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করে দেন। ফলে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা যায়।
- যদিও তিনি করণীয় নির্ধারণ করে দেন, তবে সহকর্মীদের সৃজনশীল কাজকে তিনি উৎসাহ দেন।
- আত্মবিশ্বাস, সহমর্মিতা ও অভিযোজন দক্ষতা এ ধরণের নেতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। (Tim Stobierski, 2019)

➢ বন্টনমূলক নেতৃত্ব (Distributed Leadership): বন্টনমূলক নেতৃত্বের মূলকথা হলো দলে বা প্রতিষ্ঠানে অংশীদারিত্বমূলক নেতৃত্বর চর্চা করা। এই মতানুযায়ী, প্রতিষ্ঠানে বা দলে নেতৃত্ব একজনের নিকট কেন্দ্রীভূত না থেকে নেতা, অনুসারী ও পরিস্থিতির মাঝে বিস্তৃত বা বন্টিত হয়। প্রতিষ্ঠানের নেতা ও কর্মীরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কার্যকর নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বা দলের লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখেন। এ ধরণের নেতৃত্বে নেতা তার কর্মীগণকে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনকে নেতা হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করেন।

বন্টনমূলক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

- বন্টনমূলক কাঠামোতে সুসংগঠিত টীমের সদস্যদের সীমাবদ্ধতার পরিবর্তে কাজ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকে।
- টীমের সদস্যদের দয়িত্ববোধ থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উপকৃত হয়।
- নতুন নতুন ধারণা তৈরী ও বাস্তবায়ন কৌশলের উদ্ভব হয়।
- নেতৃত্ব বিতরণ পদ্ধতিতে নতুন নেতৃত্ব তৈরী হয় এবং তাদের মাধ্যমে অন্যদের গাইড করা যায়।
- যারা বন্টনমূলক কাঠামোতে মডেলে নেতা হিসেবে কাজ করেন তারা যে কাজটি সম্পন্ন করেছেন তা প্রতিফলিত করার জন্য সময় বের করেন। একটি বিতরণ ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখার জন্য, নেতারা তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়াগুলির সমালোচনা করেন।
- যৌথ দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরী হয়।

বন্টনমূলক নেতৃত্বের সুবিধাঃ

- সবাই শেয়ার করতে পারেন।
- সবাই উদ্ভাবন করতে পারেন।
- সবাই সহযোগিতা করতে পারেন।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।

তথ্যসূত্রঃ

- ✓ Bass, B.M. & Riggio, R.E. (2006). Transformational Leadership (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- ✓ Bass, B.M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: Free Press.
- ✓ Burns, J.M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
- ✓ Md. Khalilur Rahman (2021). https://www.bishleshon.com/2109/
- ✓ Northouse, P.G. (2010). Leadership. California: SAGE Publications, Inc.
- ✓ Southworth, G. (2005). Learning-centred leadership. in Davies, B. (Eds), The Essentials of School Leadership.London: Paul Chapman Publishing and Corwin Press.
  Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
- ✓ Tim Stobierski (2019)

সহায়ক তথ্য: ১.৩

কেস-১

সবুজগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষক (কল্পিত) জনাব খাদিজা রহমান তার বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত শিখন নিশ্চিতকরণে বদ্ধপকির। তিনি সহকারী শিক্ষকগণকে মানসম্মত ও পদ্ধতিগত পাঠদান করার জন্য অনুপ্রেরণা, নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি নিজে উন্নতমানের পাঠদান করেন। সহকর্মীগণের পাঠদান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ফিডব্যাক ও নিরাময়মূলক সহায়তা দেন। শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষকগণকে আলাদা আলাদাভাবে পরামর্শ প্রদান (ডায়ালগ) করেন, আদর্শ পাঠ (মডেলিং) দেন এবং মেন্টরিং করেন।

কেস-২

রায়দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষক (কল্পিত) জনাব মো: ওবায়েদুল্লাহ একজন আদর্শবান ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব (রোল মডেল)। এলাকার ব্যক্তিবর্গ, সহকর্মী ও তাঁর স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মান্য করেন। তিনি তাঁর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বলেন যে, মানব জীবনের লক্ষ্যই হলো উন্নত জীবন গড়া. ভালো মানুষ হওয়া এবং যার যা দায়িত্ব তা যথাযথভাবে পালন করা। তিনি সকলকে উন্নত জীবন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেন। লক্ষ্য অর্জনে তিনি তাঁর সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র সহযোগিতা প্রদান করেন এবং তাদেরকে আরও উন্নতি ও উদ্ভাবন করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে রায়দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

কেস-৩

শ্রী নিবারণ চক্রবর্তী অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, নিয়মনিষ্ঠ ও প্রগতিশীল একজন প্রধান শিক্ষক (কল্পিত) । শিশুর সার্বিক বিকাশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও বিদ্যালয় উন্নয়নে লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এসএমসি'র সদস্যদের নিয়ে দল গঠন করেন। দলীয় কাজসহ বিভিন্ন কাজে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। যেমন: ফুলের বাগান করা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদি। লক্ষ্য অর্জনে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন এবং সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদেরকে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়টি এলাকার একটি আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠেছে।

নাম	খাদিজা রহমান	মোঃ ওবায়েদুল্লাহ	শ্রী নিবারণ চক্রবর্তী-
নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য	শিখন শেখানো কার্যক্রম উন্নয়নের দিকে অনুসারীগণকে পরিচালিত করেন, উন্নত শিখন পদ্ধতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, পেশাগত উন্নয়নে মনিটরিং, মেন্টরিং ও ফিডব্যাকসহ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশীদের শিখন নিশ্চিত করেন।	আদর্শবান হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেন, মাইন্ডসেট পরিবর্তন করেন, উদ্ভাবনী হতে উদ্বুদ্ধ করেন, স্বতন্ত্র সহযোগিতা দেন, অনুসারীগণকে যোগ্যতর হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করেন।	নিয়মনিষ্ঠ, লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় থাকেন, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেন, টিম বিল্ডিং করেন, সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।
নেতৃত্বের ধরন	শিক্ষণমূলক নেতৃত্ব	রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব	কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব

তথ্যপত্র ১.৩

শিক্ষায় নেতৃত্বের গুরুত্ব

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন কার্যকর নেতৃত্ব। নেতা তার প্রতিষ্ঠানের অংশীজনদের মতামতে বা এককভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Vision and Mission) নির্ধারণ করে। নেতা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে অংশীজনদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করে । প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মাঝে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে, কার্যকর নেতৃত্ব ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনা। তাই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মত বিদ্যালয়েও নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

নেতৃত্ব শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান প্রধান বা আনুষ্ঠানিক পদাধীকারীগণের মধ্যে সীমিত থাকে না। একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মাঝেও নেতৃত্ব বিস্তৃত। একটি বিদ্যালয়ের সফলতার জন্য প্রধান শিক্ষকের পাশাপাশি সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটিকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া জরুরী। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলের কার্যকর নেতৃত্বে মাধ্যমেই কেবল একটি আদর্শ বিদ্যালয় বিনির্মাণ সম্ভব।

কোনো দলে বা প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন:

- যোগাযোগ উন্নয়ন: একজন নেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো প্রতিষ্ঠানের সকলের মাঝে কার্যকর আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ নিশ্চিত করা। যেকোনো দলের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত

যোগাযোগ অপরিহার্য। সফল নেতাগণ তাদের সাথে যোগাযোগের পথ সবসময়ই উন্মুক্ত রাখেন এবং তারা এমন এক মুক্ত ও অন্তভুর্ক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করে যাতে কর্মীগণ স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের উদ্বেগ, মতামত ও ধারণাগুলি প্রকাশ করতে পারে।

- ❖ উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি: উন্নত ও উপযোগী কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে নেতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেতা একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মানের পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা সৃজনশীলতা ও সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে এবং দলে বা প্রতিষ্ঠানে একটি চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- ❖ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: একজন কার্যকর নেতা তার প্রতিষ্ঠানের সকলের বৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। কর্মীরা যখন উদ্বুদ্ধ থাকে এবং নিজেদের কর্মের স্বীকৃতি পায়, তখন তাদের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যায়। অন্যদিকে, দুর্বল নেতৃত্বের কারণে কর্মীরা তাদের দায়িত্ব পালনে অনুৎসাহিত হয় এবং তাদের কর্মতৎপরতা হ্রাস পায়।
- ❖ দক্ষতা বৃদ্ধি: একজন সফল নেতা প্রয়োজনীয় উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা প্রদান করে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কর্মীদের প্রতি নেতার উচ্চাশা পোষণ ও প্রশংসা কর্মীদের অধিকতর যোগ্য হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করে।
- ❖ ভুল-ত্রুটি হ্রাস: একজন সফল নেতা প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতায় ভুল-ত্রুটি হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করে। তিনি সম্ভাব্য ভুলগুলি সংঘটিত হওয়ার আগেই চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- ❖ কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ: একজন ভালো নেতা জানেন কিভাবে কর্মীদের বা দলের সদস্যদের কার্যকরভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। তিনি জানেন প্রত্যেক কর্মী বা সদস্যই স্বতন্ত্র, একেক জনের একেক বিষয়ে পারদর্শীতা থাকে। তিনি তার কর্মীদের স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে জানেন এবং বোঝেন যে কিভাবে তারা সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ হবে। তিনি এমন একটি কাজের পরিবেশ তৈরি করে যেখানে কর্মীরা অনুভব করে যে দলে তাদের যথেষ্ট সম্মান ও স্বীকৃতি আছে। যখন কর্মী বা সদস্যরা বোঝে যে, তারা দলের একটি অংশ এবং তাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ, তখন তারা বেশি অনুপ্রাণিত ও সক্রিয় হন।
- ❖ রোল মডেল: একজন কার্যকর নেতা জানেন যে, একটি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করা অন্যদের অনুপ্রাণিত করার সেরা উপায়গুলির মধ্যে অন্যতম। সর্বোপরি, মানুষ যাকে রোল মডেল মনে করে তাকেই বেশি অনুসরণ করে। তাই, দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করা অতীব জরুরী। দলের একজন সফল ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত একজন নেতা তা' দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে সদস্যদের উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।
- ❖ ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃঢ় লক্ষ্য ও দিক নির্দেশনা: একজন সফল নেতা বোঝেন যে, কিভাবে প্রতিষ্ঠানের বা দলের জন্য একটি দৃঢ় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয় যা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত সফলতার দিকে নিয়ে যাবে। একটি দৃঢ় লক্ষ্য মানে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনটি কোথায় যাচেছ এবং কী অর্জন করতে চায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা কর্মীদেরকে সক্রিয়ভাবে কর্মতৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করে। একজন কার্যকর নেতা তার কর্মীদের মাঝে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সম্পর্কে অংশীদারিত্ব তৈরি করে।

❖ কর্মীদের সঠিক পথে পরিচালিত করা ও লক্ষ্য অর্জন: একজন নেতার প্রধান দায়িত্ব হলো লক্ষ্য অর্জনের পথে কর্মীদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা এবং লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করা।

মডিউল-১

অধিবেশন-২	**একজন শিক্ষকের নেতৃত্বের গুণাবলি**

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. একজন শিক্ষকের নেতৃত্বের গুণাবলি কী তা' ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
খ. নেতৃত্ব উন্নয়নের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অধিবেশনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন

সহায়ক তথ্য: ২.১

একজন আদর্শ শিক্ষকের নেতৃত্বের গুণাবলি

❖ নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Vision and Mission) থাকা: নিজে উন্নত বিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখা এবং অপরকে উন্নত বিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করা। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং সকলের মধ্যে উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মালিকানাবোধ সৃষ্টি করা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিখন-শেখানো কার্যাবলী, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করার দক্ষতা একজন আদর্শ শিক্ষকের নেতৃত্বের অন্যতম গুণ।

❖ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পারদর্শীতা: নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং গৃহীত পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার পারদর্শীতা।

❖ সিদ্ধান্ত গ্রহণ: বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতা।

❖ কৌশলগত ও সমালোচনামূলক (Critical) চিন্তন: প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের সম্পর্কে কৌশলগত ও সমালোচনামূলক চিন্তা করার সক্ষমতা। প্রতিষ্ঠান ও দলের সদস্যদের সবলতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণ করার দক্ষতা।

❖ নিজ কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও বিদ্যমান অবস্থা, শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা।

❖ যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন দক্ষতা: শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, কমিউনিটি ও কর্তৃপক্ষসহ অংশীজনদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ এবং আন্তরিক ও কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত দক্ষ হওয়া। সকলের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দেয়া।

- ❖ অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধকরণ: শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির অংশীজনদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য দক্ষতার সাথে কার্যকর ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করা। তাদেরকে উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল হতে উৎসাহিত করা।
- ❖ প্রভাবিত করা: নিজ জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ দ্বারা অনুসারীদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করা, তাদেরকে সংগঠিত করা এবং লক্ষ্য অর্জন সংক্রান্ত কর্মতৎপরতায় তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা।
- ❖ দল গঠন (Team Building): বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অংশীজনদের নিয়ে দল গঠন করা এবং দলীয় কর্মতৎপরতায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ❖ পরিচালনা ও সহযোগিতা: দলের সদস্যদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার দক্ষতা থাকা ও দলের প্রতিটি সদস্যের স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদান করা।
- ❖ মুক্ত-মন ও সৃজনশীলতা: নতুন ধারণা ও সম্ভাবনা গ্রহণ ও উৎসাহিত করার মত মানসিকতা থাকা। অপরের কথা শোনা, অপরকে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনানুযায়ী কাজের ধরন পরিবর্তন করা।
- ❖ সততা ও শুদ্ধাচার: নেতাকে সৎ ও শুদ্ধাচারী হতে হয়। কেননা, অনুসারীরা নেতাকে বিশ্বাস করেন ও নেতার ভিশনের উপর আস্থা রাখেন এবং নেতাকে অনুসরণ করেন।
- ❖ উন্নত আদর্শের চর্চা: উন্নত আদর্শের চর্চার মাধ্যমে আদর্শবান হওয়া এবং অপরকে আদর্শবান হতে অনুপ্রাণিত করা। একজন রোল মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।
- ❖ স্ব-প্রণোদিত, আত্ম-সচেতন ও আত্ম-বিশ্বাসী: নিজে স্ব-প্রণোদিত, আত্ম-সচেতন ও আত্ম-বিশ্বাসী হওয়া ও অপরকে হতে উদ্বুদ্ধ করা।
- ❖ শৃঙ্খলা, পরিশ্রম ও ধৈর্যশীলতা: সকল কর্মতৎপরতায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং ধৈর্যের সাথে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা।
- ❖ মানবিকতা ও সহমর্মিতা: সকলের প্রতি মানবিক আচরণ করা এবং সহমর্মী থাকা।
- ❖ অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা: অপরের সামর্থ্যের প্রতি আস্থাশীল থাকা ও তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করা।
- ❖ কর্তব্যপরায়নতা ও সময়ানুবর্তিতা: নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা এবং সকল কাজ সঠিক সময়ে সম্পাদন করা।
- ❖ প্রশংসা ও স্বীকৃতি দেয়া: অনুসারীদের কাজের প্রশংসা করা ও তাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেয়া।
- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক শিষ্টাচার মেনে চলা: সঠিক পোষাক পরিধান করা, প্রমিত ভাষা ব্যবহার ও ভদ্র আচরণ করা। এ ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করা।
- ❖ ব্যবস্থাপনা দক্ষতা: বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় সুদক্ষ হওয়া।
- ❖ লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তা: লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে দলের সদস্যদের উৎসাহিত করা এবং কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাওয়া।

❖ আত্ম-উন্নয়ন: অনুচিন্তনের মাধ্যমে নিজ কর্মতৎপরতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা। নিজ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে সদা তৎপর থাকা।

সহায়ক তথ্য: ২.২

নেতৃত্ব উন্নয়নের উপায়

যদিও অনেক মানুষ সহজাতভাবেই নেতা, কিন্তু যে কোনো ব্যক্তিই নির্দিষ্ট গুণ ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে একজন সফল নেতা হয়ে উঠতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার ইচ্ছা শক্তি ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নেতৃত্বের সাধারণ গুণাবলি ও দক্ষতা অর্জন করা যায়।

❖ শৃঙ্খলা অনুশীলন করা: একজন নেতা হওয়ার জন্য পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে আবশ্যিকভাবে শৃঙ্খলার অনুশীলন করতে হবে। অন্যদেরকে পেশাগত জীবনে সুশৃঙ্খল হতে অনুপ্রাণিত করতেও একজন নেতাকে সবসময় শৃঙ্খলার অনুশীলন করতে হয়। একজন নেতার শৃঙ্খলাবোধ দেখে কর্মীরা তার নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতার মূল্যায়ন করে থাকে।

সর্বদা কঠোরভাবে সময়ানুবর্তিতা মেনে, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিসমূহ সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করে, সঠিক সময়ের মধ্যে সভা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রদর্শন করুন। বাড়িতেও ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, যেমন: সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা, প্রতিদিনের ব্যায়াম করা, নিয়মিত অধ্যয়ন করা ইত্যাদি।

❖ অধিক দায়িত্ব গ্রহণ করা: নেতৃত্ব বিকাশের চমৎকার উপায় হলো আরো দায়িত্ব গ্রহণ করা। আপনি যতটুকু কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম তার থেকে বেশি দায়িত্ব নিতে হবে না, তবে আপনি যদি বড় হতে চান নেতৃত্ব দিতে চান তাহলে আপনাকে রুটিন কাজের চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে। নতুন কিছু শিখতে হলে আপনাকে আপনার কমফোর্ট জোন (comfort zone) থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে এবং বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এভাবে একজন উদ্যোগী ব্যক্তি হিসেবে আপনি আপনার দলের সদস্যদের এবং কর্তৃপক্ষের নজরে আসতে পারেন।

❖ অপরকে অনুসরণ করতে শেখা: একজন সত্যিকারের নেতা প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত ক্ষেত্রে অন্যের নিকট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিতে দ্বিধা করেন না। যখন কেউ আপনার সাথে একমত না হয়, আপনার চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বা তাদের নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করে তখন আপনার অস্বস্তি, বিব্রত বা হুমকি বোধ করা উচিত নয়। মুক্ত মন-মানসিকতা লালন করুন এবং যার যা কৃতিত্ব প্রাপ্য তা' তাকে দিন। যদিও এটি সবসময় সহজ হবে না, তবে আপনি যদি আপনার দলের অন্যদের স্বীকৃতি দিতে এবং সম্মান করতে শেখেন তাহলে তারা আপনার আহ্বানে অধিক কর্মতৎপর হবেন।

❖ পরিস্থিতিগত সচেতনতা অর্জন: একজন সফল নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিস্থিতিগত সচেতনতা। তিনি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত বোঝেন এবং সমস্যাসমূহ সংঘটিত হওয়ার আগেই তিনি সে বিষয়ে অনুমান করতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জটিল কোনো কাজ সম্পন্ন করার

ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান দক্ষতা। সম্ভাব্য সমস্যাগুলি এড়ানোর জন্য সে সম্পর্কে পূর্বাভাস ও পরামর্শ দেয়ার সক্ষমতা একজন নেতার জন্য অতীব জরুরী। এই সক্ষমতার মাধ্যমে যে সকল সুযোগ বা সম্ভাবনা অন্যের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না তা' চিহ্নিত করে আপনি অপরের স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে অবহিত থেকে এবং সচেতনভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দক্ষতা অর্জন করা যায়।

- ❖ অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা: একজন নেতা হওয়ার অর্থ হলো আপনি একটি দলের অংশ এবং দলের নেতা হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো দলের সদস্যদেরকে একে অপরকে সর্বোত্তমভাবে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করা। দলের একজন সদস্যের যখন উৎসাহ, নির্দেশনা বা সহযোগিতা প্রয়োজন তখন তাকে তা' দিন। কখনো কখনো একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র এইটুকু চাওয়া থাকে যে, কেউ তার কথা শুনুক বা তার প্রতি একটি সহানুভূতিশীল হোক।
- ❖ শিখন চালিয়ে যাওয়া: একজন ভালো নেতা হওয়ার সর্বোত্তম পথ হলো নিজ কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানার্জন করা এবং নতুন কিছু শিখতে সর্বদা প্রস্তুত ও সচেষ্ট থাকা। এটি আপনার মনকে তীক্ষ্ণ রাখে এবং আপনার দক্ষতাকে সতেজ রাখে। এভাবে একজন নেতা কোনো কাজ সফলতার সাথে করতে সক্ষম হয় এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারদর্শী হয়ে ওঠে।
- ❖ দলের সদস্যদের ক্ষমতায়ন করা: কেউই সবকিছুতে সেরা নয়, সকলেই কোনো না কোনো কিছুতে পারদর্শী। যত দ্রুত আপনি এটি উপলব্ধি করতে পারবেন, তত দ্রুত আপনি একজন সফল নেতা হয়ে উঠতে পারবেন। অপরের উপর দায়িত্ব অর্পণ আপনাকে কাজের আধিক্য থেকে মুক্তি দেয়ার পাশাপাশি আপনার দলের অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে সেই কাজ সম্পাদনে দক্ষ হয়ে উঠতে সহায়তা করবে। দলের সদস্যগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদেরকে আরো কর্মক্ষম করে তোলা যায়।
- ❖ দ্বন্দ্ব নিরসন করা: একটি প্রতিষ্ঠানে বা দলে কাজ করতে গেলে কর্মীদের মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। দলের সকল সদস্য সবসময় কাঙ্খিত আচরণ বা ফলাফল নাও প্রদর্শন করতে পারে। একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বেও লিপ্ত হতে পারে। এ রকম পরিস্তিতিকে অবহেলা করা বা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করে দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করতে হবে। দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব না হলে তাদের ভিন্ন দায়িত্বে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- ❖ মনোযোগী শ্রোতা হওয়া: একজন নেতা হওয়ার মানে এই নয় যে, আপনিই সকল কাজে মধ্যমণি হয়ে থাকবেন। একজন ভালো নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তিনি অন্যের কথা, ধারণা, পরামর্শ ও সমালোচনা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেন। একজন ভালো শ্রোতা জানেন যে, যোগাযোগ শুধুমাত্র ভাষা বা কথোপকথোনের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়না, বরং ইশারা-ইঙ্গিত, চোখের ভাষা ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও মানুষ অনেক কিছু বলে।
- ❖ নেতৃত্বের গুণাবালিসমূহ অর্জনে সচেষ্ট থাকা: সর্বোপরি, নেতৃত্ব উন্নয়নের জন্য বা নেতা হয়ে উঠতে হলে আপনাকে নিবিড়ভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলিসমূহ অর্জন করতে হবে এবং একজন নেতা হিসেবে ভূমিকা রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, ছোট বড় সকল কাজেই নেতৃত্বের ভূমিকা আছে।

মডিউল-১

অধিবেশন-৩	শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির নেতৃত্ব গঠন

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির নেতৃত্ব গঠনের কৌশল নির্ধারণ করতে পারবেন।

পদ্ধতি/ কৌশল: একক কাজ, দলগত কাজ, আলোচনা, উপস্থাপন

সহায়ক তথ্য: ৩.১

দল গঠনের নমুনা

(১) দল (Team): ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি

ক্রমিক নং	শিক্ষক/শিক্ষার্থীর নাম	ধরন	দলে দায়িত্ব	দায়িত্ব ও কর্তব্য
	ক	সহকারি শিক্ষক	দলনেতা	১. কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা ২. দায়িত্ব বন্টন করা ৩. নিয়মিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি চর্চা অব্যহত রাখা ইত্যাদি।
	খ	শিক্ষক	সদস্য	দলনেতার নির্দেশনা অনুসারে কাজ করবেন।
	গ	স্টুডেন্ট কাউন্সিলের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি, বিষয়ক সদস্য	সদস্য	দলনেতার নির্দেশনা অনুসারে কাজ করবে।

কর্মপত্র-০১

(২) দল (Team): পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা (শ্রেণিকক্ষ)

ক্রমিক নং	শিক্ষক/শিক্ষার্থীর নাম	ধরন	দলে দায়িত্ব	দায়িত্ব ও কর্তব্য
	ক	শিক্ষার্থী	দলনেতা	১. শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে। ২. শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নিয়ম তৈরি করবে

				এবং তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করবে। ৩. যে বিষয়টি নিজেরা সমাধান করতে পারবে না সেক্ষেত্রে শ্রেণি শিক্ষকের পরামর্শ নিবে।
	খ	শিক্ষার্থী	সদস্য	দলনেতার নির্দেশনা অনুসারে কাজ করবে।
	গ	শ্রেণি শিক্ষক	উপদেষ্টা	দলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দিবেন।

(৩) দল (Team): দিবস উদ্‌যাপন

ক্রমিক নং	নাম	ধরন	দলে দায়িত্ব	দায়িত্ব ও কর্তব্য
	ক	এসএমসি'র সভাপতি	দলনেতা	১. কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা ২. দায়িত্ব বন্টন করা ৩. নিজে সক্রিয় অংশগ্রহণ
	খ	জনপ্রতিনিধি	সদস্য	প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান
	গ	এসএমসি'র সদস্যবৃন্দ	সদস্য	দলনেতার নির্দেশনা অনুসারে কাজ করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান
	ঘ	পিটিএ কমিটির সদস্য	সদস্য	ঐ
	ঙ	অভিভাক	সদস্য	ঐ

বি: দ্র: উপরিউক্ত কাঠামোগুলো দল গঠনে নমুনাস্বরূপ। প্রতিটি বিদ্যালয় নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী দল গঠন করবেন।

মডিউল-১

অধিবেশন-৪	শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নেতৃত্ব: শিক্ষাক্রমিক ও সহ- শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
খ. শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।
গ. বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

অধিবেশনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল: ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন

রিফ্লেকশনের মূলকথা:

- মানম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর একাডেমিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।
- সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর সুকুমার বৃত্তির বিকাশসহ সার্বিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সহায়ক তথ্য: ৪.১

শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী:

শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে, পরীক্ষাগারে, কর্মশালায় অথবা লাইব্রেরীতে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে শিক্ষাক্রমিক বা একাডেমিক কার্যক্রম বলা হয়। এই কার্যাবলীসমূহ শিক্ষণমূলক কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এগুলো বাস্তবায়নে শিক্ষকের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে।

শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর ধরন:

ক) শ্রেণি কার্যক্রম: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, গাইডেড কার্যক্রম, মূল্যায়ন ইত্যাদি

খ) পাঠাগারের কার্যক্রম: বই পড়া, জার্নাল পড়া, রেফারেন্স গ্রন্থ পড়া ইত্যাদি

গ) ল্যাবরেটরির কার্যক্রম: পরীক্ষণ

ঘ) সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স

ঙ) প্যানেল আলোচনা

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী: শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে তার কল্পনা, সৃজনশীলতা, কৌতূহল এবং সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধনে শ্রেণিকক্ষের বাইরে বা ভিতরে যেসব কার্যাবলী সম্পাদিত হয় সেগুলোকে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বলা হয়। সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন:

ক) **শারীরিক:** প্যারেড-পিটি, ব্যয়াম, খেলাধূলা, সাঁতার, এথলেটিকস, মেডিটেশন, ইয়োগা ইত্যাদি।

খ) **সাংস্কৃতিক:** সংগীত, নৃত্য, অংকন, অভিনয়, শিক্ষামূলক নাটিকা, উৎসব পালন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ইত্যাদি।

গ) **সাহিত্য বিষয়ক:** আবৃত্তি, বিতর্ক, গল্প রচনা, গল্প বলা, কবিতা লেখা, প্রবন্ধ রচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা, গল্প লেখা প্রতিযোগিতা, দেয়াল পত্রিকা, ভাষা ক্লাব ইত্যাদি।

ঘ) **সামাজিক:** বৃক্ষরোপন, ক্ষুদে ডাক্তার, স্বাস্থ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন, স্টুডেন্টস কাউন্সিল, কাব স্কাউটস কার্যক্রম, রেডক্রস ইত্যাদি।

সহায়ক তথ্য: ৪.২

কর্মপত্র-১

বিতর্ক পরিচালনার গাইডলাইন-

- বিতর্কের বিষয়: 'মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বাস্তবায়নই একমাত্র পন্থা।'
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে দুইটি দলে ভাগ করুন। দুই দল থেকে ৩ জন করে বিতার্কিক ঠিক করতে এবং এদের মধ্যে থেকে দলনেতা নির্বাচন করতে বলুন।
- একজন মডারেটর ও একজন সময় নিয়ন্ত্রককে ঠিক করে নিন।
- একজন সময় নির্ধারক থাকবে যার কাজ হবে প্রতি বক্তার জন্যে নির্ধারিত সময়ে ঘন্টা বাজিয়ে সতর্ক করে দেওয়া।
- একজন মডারেটর নির্বাচন করতে হবে যার দায়িত্ব হবে অধিবেশন শুরু করা, নিয়মাবলী ও নির্ধারিত সময় বলে দেওয়া, বক্তাদেরকে ক্রমানুসারে ডাকা ও অধিবেশন পরিচালনা করা।
- নির্ধারিত সময় : প্রতি বিতার্কিক বক্তব্য উপস্থাপনের জন্যে ৩ মিনিট করে সময় পাবেন। ২ মিনিটে সতর্ক সংকেত ও ১ মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত দেওয়া হবে। মডারেটর তার বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক বক্তাকে নির্ধারিত সময়ের বাইরেও ৩০ সেকেন্ড করে অতিরিক্ত সময় দিতে পারেন ।

সহায়ক তথ্য: ৪.৩

শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলবোধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা। শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার মৌলিক দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। ভাষার দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যোগাযোগ দক্ষতাসহ অন্যান্য দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। গাণিতিক দক্ষতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী হিসাব নিকাশসহ গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করতে পারে। এভাবে শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে অর্জিত একাডেমিক দক্ষতাগলো শিক্ষার্থীকে তার পরবর্তী জীবনে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ ও জীবিকা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী শিশুর সার্বিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন- খেলাধুলা ও শরীর চর্চার বিষয়টি শিশুর দৈহিক বিকাশে বা শারীরিক বর্ধনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অনুশীলন শিশুমনের সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ঘটায় এবং শিশুর নান্দনিকতার বিকাশ সাধন করে। সাহিত্য বিষয়ক কর্মকান্ডের অনুশীলন শিশুর লেখালেখির হাত মজবুত করে সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ সাধন করে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ সাধন করে, আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে, একাডেমিক পারফরম্যান্স উন্নত করে, সামাজিকীকরণে সহায়তা করে, মানবীয় সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন করে।

সহায়ক তথ্য: ৪.৪

শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বাস্তবায়নে করণীয়-

- নিজে শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা।
- শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং বিদ্যালয়ে বাস্তবায়নে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা।
- বিভিন্ন ধরণের সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী আয়োজন কৌশল সম্বন্ধে জানা।
- নিজসহ (প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে) বিদ্যালয়ের সকলকে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনায় সম্পৃক্ত করা।
- সহকারী শিক্ষকদের সক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন করা (প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে) ।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া।
- শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনে সম্পৃক্ত করা।
- নিয়মিতভাবে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন করা এবং সেজন্য লিখিত পরিকল্পনা করা।
- সকল কার্যাবলীর রেকর্ড রাখা এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়কালে শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক উভয় কার্যাবলীকে মূল্যায়নের আওতায় আনা।

তথ্যসূত্র:

১. মালেক, আ. বেগম, ম. ইসলাম, ফ. রিয়াদ, শে. শা. (২০০৯) *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*. ঢাকা:বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

২. https://idreamcareer.com/blog/cocurricular-activities-for-students/

মডিউল-১

অধিবেশন-৫	একাডেমিক তত্ত্বাবধান

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. একাডেমিক তত্ত্বাবধান এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. একাডেমিক তত্ত্বাবধানে প্রধান শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

গ. শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন।

ঘ. ফলাবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অধিবেশনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলঃ ভূমিকাভিনয়, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ

সহায়ক তথ্য-৫.১

একাডেমিক তত্ত্বাবধান

একাডেমিক তত্ত্বাবধান এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকের উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তাঁকে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন-শেখানোর গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব। একাডেমিক তত্ত্বাবধানের ফলে সকল শিক্ষার্থীর জন্য যেমন উপযুক্ত শিখন সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তেমনিভাবে সবার জন্য শিক্ষার গুণগতমানও নিশ্চিত করা সম্ভব। তাছাড়া শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী পেশাগতমান উন্নয়নের সুযোগও সৃষ্টি হয় একাডেমিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে।

একাডেমিক তত্ত্বাবধানের লক্ষ্য

একাডেমিক তত্ত্বাবধান হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষক যোগ্যতার আলোকে পর্যবেক্ষক ও শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে সোহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শিখন শেখানো কার্যাবলির পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতাসমূহের উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। একাডেমিক তত্ত্বাবধানের প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

একাডেমিক তত্ত্বাবধানের প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি যথা শিক্ষক যোগ্যতা, একাডেমিক তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া, এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ছক, ফলাবর্তন কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কে অবহিতকরণ একাডেমিক তত্ত্বাবধানের অন্যতম লক্ষ্য।

একাডেমিক তত্ত্বাবধানের বৈশিষ্ট্য

- একাডেমিক তত্ত্বাবধান শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করে।

- এটি শিক্ষকের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ চাহিদা শনাক্ত করে।
- শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমেই একাডেমিক তত্ত্বধানের ভিত্তি নিহিত ।
- তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষকের মধ্যে অংশীদারিত্বের সুযোগ ঘটায় ।
- শিখন শেখানো কৌশলের ধারাবাহিক উন্নয়ন ঘটে।
- এটি শিক্ষক ও প্রশিক্ষক উভয়েরই জন্য একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া ।
- শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের জন্য এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।
- এটি একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যা শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) সুযোগ সৃষ্টি করে।

একাডেমিক তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব

- শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য সহযোগিতা করে একাডেমিক তত্ত্বাবধান।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি তত্ত্বাবধানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো শ্রেণিতে শিখন-শেখানোর বর্তমান মান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। এ তথ্য শিক্ষককে শিখন মূল্যায়নে সাহায্য করে। এ তথ্য শিক্ষকের শেখানোর কৃতিত্ব যাচাই করতেও সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা যায়।
- শিক্ষকের যোগ্যতা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত সূচক বা Indicator সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া যায়।
- একাডেমিক তত্ত্বাবধান শুধু শিখন-শেখানো কার্যাবলির গুণগতমানই উন্নয়ন করে না; এর মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার (UEO), PTI/URC Instructor & Assitant Instructor, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (AUEO), প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকগণের কাজের সমন্বয় ঘটে।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়ন করে, কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনে নিষ্ঠাবান এবং আন্তরিক করে তোলে।

একাডেমিক তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের যোগ্যতার সামর্থ্য ও ঘাটতি মূল্যায়ন করা হয়।

সহায়ক তথ্য-৫.২
একাডেমিক তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া

প্রবাহ চিত্রদৃষ্টে একাডেমিক তত্ত্বাবধানের ধাপসমূহ

- কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ
- শিক্ষকের কার্যক্রম ও বর্তমান দক্ষতা নিয়ে আলোচনা
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

- ফলাবর্তন ও লক্ষ্য নির্ধারণ
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম পুনঃপর্যবেক্ষণ
- ফলাবর্তন ও পুনরায় লক্ষ্য নির্ধারণ
- প্রশিক্ষণ সহায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ

সহায়ক তথ্য-৫.৩

একাডেমিক তত্ত্বাবধান কৌশল

ধাপ	শিক্ষকের করণীয়	তত্ত্বাবধায়কের করণীয়
কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ		▪ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা ▪ মনে করা, এটি একটি কার্যোপযোগী গবেষণার ক্ষেত্রে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে ▪ প্রয়োজনীয় উপকরণ (চেকলিস্ট ইত্যাদি) সংগ্রহ/প্রণয়ন করা

ধাপ	শিক্ষকের করণীয়	তত্ত্বাবধায়কের করণীয়
শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ	▪ উদ্দেশ্য জানা ▪ শিক্ষক যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা রাখা ▪ জিজ্ঞাসিত বিষয়ে সদুত্তর প্রদান করা	▪ পর্যবেক্ষণের কারণ ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান ▪ পর্যবেক্ষণে কী বিষয়ের উপর তা আলোকপাত করা হবে তার রূপরেখা প্রণয়ন ▪ পর্যবেক্ষণে কী পদ্ধতি ও কাঠামো ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করা ▪ পর্যবেক্ষণের তারিখ ও সময় ঠিক করা ▪ পর্যবেক্ষণ-উত্তর ফলাবর্তন-সভার সময় নির্ধারণ করা

ধাপ	শিক্ষকের করণীয়	তত্ত্বাবধায়কের করণীয়
শিক্ষকের কার্যক্রম ও বর্তমান দক্ষতা নিয়ে আলোচনা	▪ নিজের কাজের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখা ▪ প্রশিক্ষণলব্ধ বিষয়ে ধারণা থাকা ▪ শিক্ষকযোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা রাখা ▪ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে গৃহীত / সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে তথ্য রাখা ▪ সততার সাথে নিজের সামর্থ্যকে তুলে ধরা	▪ শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষকের কর্ম-পরিধি নিয়ে আলোচনা করা ▪ শিখন-শেখানো সংক্রান্ত কী কী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তা জেনে নেওয়া ▪ শিক্ষক যোগ্যতা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা জানা ▪ শিখন-শেখানো ক্ষেত্রে কী কী Challenge মোকাবিলা করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করা

	▪ স্ব-অনুচিন্তন ছক পূরণ করা ▪ পাঠের জন্য পরিকল্পনা করা	▪ সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করেন তা পর্যালোচনা করা ▪ স্ব-অনুচিন্তন ফরমে শিক্ষকের অবস্থান পর্যালোচনা করা ▪ পর্যবেক্ষণে কোন যোগ্যতার ওপর আলোকপাত করা হবে সে সম্পর্কে অবহিত করা

ধাপ	শিক্ষকের করণীয়	তত্ত্বাবধায়কের করণীয়
শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ	▪ নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হওয়া ▪ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণে বিরত থাকা ▪ বাহুল্য কিছু করা থেকে বিরত থাকা	▪ শিক্ষকের নিকট থেকে পূরণ করা স্ব-অনুচিন্তন ফরম সংগ্রহ করা ▪ শিক্ষকের কাছে সংরক্ষিত পর্যবেক্ষণ ছক (৩.১) সংগ্রহ করা ▪ শিক্ষকের সাথে একই সময়ে শ্রেণিতে প্রবেশ করা ▪ শ্রেণির এমন জায়গায় বসা যেন শ্রেণি কার্যক্রমে কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় ▪ শিক্ষকের কাজ এবং এ প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর সাড়া সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ করা ▪ শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের সাথে প্রয়োজনে সামিল হওয়া ▪ নির্দিষ্ট যোগ্যতা/নির্দেশকগুলো কোন কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে তার নোট নেওয়া (আলাদা কোনো খাতায়/ডায়েরিতে) ▪ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে পরামর্শ প্রদান না করা ▪ কার্যক্রম শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা ▪ কখন ফলাবর্তন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে তা আলোচনা করে ঠিক করা

ধাপ	শিক্ষকের করণীয়	তত্ত্বাবধায়কের করণীয়
ফলাবর্তন ও লক্ষ্য নির্ধারণ	▪ ধারণা প্রদান করা ▪ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা ▪ আলোচনার সুযোগ দেওয়া ও নেওয়া	▪ আলোচনার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা ▪ ইতিবাচক বক্তব্য দিয়ে শুরু করা ▪ সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনার ইস্যু উপস্থাপন করা

	▪ কোনো বিষয় নিয়ে Challenge না করা ▪ ভেবে কিছু বলা ▪ 'আমি ঠিক আছি' -এ ধারণা প্রদান থেকে বিরত থাকা	▪ শিক্ষকের উপলব্ধিতে অনুচিন্তন প্রকাশে সহায়তা করা ▪ সমাধান দেওয়া নয়, বরং কী করা যেত তা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া ▪ নির্দিষ্ট যোগ্যতা/নির্দেশকের আলোকে সবল ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা ▪ আলোচনার সময়েই সবল ও উন্নয়নের ক্ষেত্র লিপিবদ্ধ করা ▪ আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন ক্ষেত্রের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করা ▪ নির্দিষ্ট সময়ে সমাধানের জন্য লক্ষ্য (target) সেট করা ও সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণে শিক্ষককে পরামর্শ প্রদান করা

ধাপ	শিক্ষকের করণীয়	তত্ত্বাবধায়কের করণীয়
শিখন-শেখানো কার্যক্রম পুনঃপর্যবেক্ষণ	▪ নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হওয়া ▪ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণে বিরত থাকা ▪ বাহুল্য কিছু করা থেকে বিরত থাকা	▪ পূর্বে পর্যবেক্ষিত যোগ্যতা/নির্দেশক অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যের আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা ▪ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পূর্বের ধারা বজায় রেখে কাজ করা

ধাপ	শিক্ষকের করণীয়	তত্ত্বাবধায়কের করণীয়
ফলাবর্তন ও পুনঃ লক্ষ্য নির্ধারণ	▪ ধারণা প্রদান করা ▪ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা ▪ আলোচনার সুযোগ দেওয়া ও নেওয়া ▪ কোনো বিষয় নিয়ে Challenge না করা ▪ ভেবে কিছু বলা ▪ 'আমি ঠিক আছি'-এ ধারণা প্রদান থেকে বিরত থাকা ▪ পর্যবেক্ষণ রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করা	▪ ফলাবর্তন আলোচনার পূর্ববর্তী কাজ সম্পন্ন করা ▪ লক্ষ্য অর্জনে সফলতা নিরূপণ করা ▪ সফলতা অর্জনে করণীয় ভাবতে উৎসাহিত করা ▪ নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা

ধাপ	শিক্ষকের করণীয়	তত্ত্বাবধায়কের করণীয়
প্রশিক্ষণ সহায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ		▪ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা ▪ নিরূপিত চাহিদার তালিকা চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য প্রক্রিয়া করা

পর্যবেক্ষণের ভূমিকা ঃ

পর্যবেক্ষণ তিন ধাপের একটি প্রক্রিয়া ঃ

১. পর্যবেক্ষণের জন্য মূল বিবেচ্য বিষয় শনাক্ত করা।
২. যথার্থ উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে কি ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং ব্যাখ্যা করা।
৩. পর্যবেক্ষণের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান করা।

পর্যবেক্ষণের উপকরণ ঃ

শিখন শেখানো কার্যাবলি একটি জটিল প্রক্রিয়া। শিক্ষকদের পেশাগত অগ্রগতির লক্ষ্যে তারা পর্যবেক্ষকের সহায়তা ও সমর্থন লাভ করতে পারেন। পর্যবেক্ষণের ফলাবর্তন থেকে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে শিশুদের শিখন সম্পর্কে অবশ্যই অধিকতর সচেতন হবেন।

শিক্ষকের পারদর্শিতা নির্ণয়ের জন্য কিছু উপকরণ ঃ

- পর্যবেক্ষকের ব্যবহারের জন্য পর্যবেক্ষণ ফরম
- টেপ রেকর্ডার
- ভিডিও রেকর্ডার
- ছবি/ক্যামেরা
- শিক্ষক প্রোফাইল
- শিক্ষক স্ব-অনুচিন্তণ ছক
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরি উপকরণ

উপরের নির্ধারিত স্থানে আপনার মতে আর কী হতে পারে তা লিখুন।

সহায়ক ফলাবর্তন প্রদান ঃ

একাডেমিক তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ায় সহায়ক ফলাবর্তন প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় যা শিক্ষককে পেশাগত উন্নয়নে সক্ষম করে। ফলাবর্তন প্রক্রিয়ায় মতবিনিময় সহায়তা করবে, মতবিনিময় অবশ্যই হতে হবে-

নৈর্ব্যক্তিক : মুক্ত মনে, বিষয়কেন্দ্রিক, আসার মন্তব্য এবং ব্যক্তিত্বের সংঘাত দূরীভূত করে।
সৎ : শিক্ষকের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়ে।
গঠনমূলক : সবল দিক ও পূর্বের কৃতিত্ব অবলম্বনে উন্নয়ন লক্ষ্যনির্ধারণ করে।
যুক্তিসম্মত : ঘটনা ও দৃষ্টান্তসহ সকল প্রসঙ্গের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সত্যতা প্রতিপাদন করে।
দ্বিমুখী : উভয় পক্ষকেই শোনা ও বলার সমান সুযোগ দিয়ে।
উন্নয়নমূলক : যৌথ পর্যালোচনা ও সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া অর্জন করে।
কার্যকর : আলোচনার ফলাফলকে লক্ষ্য ও তারিখ নির্ধারণসহ একটি পরিকল্পনায় পরিণত করে।
বাস্তব : পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নিশ্চিত করে।

উৎসাহব্যঞ্জক : পূর্ব পারদর্শিতার প্রশংসা করে এবং ধারণার ওপর জোর দিয়ে আরও প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন চাকুরীতে সন্তুষ্টি যোগায় এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রেষণা সৃষ্টি করে এভাবে শিক্ষকগণ বুঝবেন যে, এ প্রক্রিয়া তাদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক ও নির্দেশক।

তারা আরও বুঝবেন যে, এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের শিখন মানের অগ্রগতি হবে। আমরা প্রত্যেকে আজীবন শিখছি। কেউই নিখুঁত নই।

শিক্ষক যোগ্যতা ঃ

একজন শিক্ষক যখন তার পেশাগত জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে এর সাহায্যে তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন এবং নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষমতা রাখেন, তখনই তিনি যোগ্য বলে বিবেচিত হন। যেমন, একজন শিক্ষককে কীভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপ্ত করতে হবে তার কলাকৌশল জানতে হয়। এগুলো শ্রেণিতে প্রয়োগের মাধ্যমে অনুশীলন করতে হয়। এভাবে শিশুদেরকে উদ্দীপ্ত করার দক্ষতা অর্জনের পর তিনি তার পেশাগত জীবনের যে কোনো সময়ে এ প্রক্রিয়াকে আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রয়োগ করতে পারবেন।

- ❖ যোগ্যতা হল কোনো ব্যক্তির এমন বৈশিষ্ট্য যার ভিত্তিতে সে কর্মক্ষেত্রে ফলপ্রসূভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো কর্ম সম্পাদন করতে পারে।
- ❖ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ যোগ্য কর্মী গড়ে তোলে। যোগ্য লোকবল এমন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত হয়,যারা কর্মক্ষেত্রের নানা পরিবেশে ও নানা শর্তাধীনে আদর্শ মান বজায় সঙ্গতিপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে।

শিক্ষকদের যোগ্যতা বিবেচনার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে:

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রচলিত বিধি বিধান অবহিত থাকা

- ❖ সকল শিশুর শিখনের মান উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষকদের কী প্রত্যাশা-এ সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দ নিজেদেরকেই প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন, শিক্ষক -
  - ❖ কী করবেন?
  - ❖ কী উপলব্ধি করবেন?
  - ❖ কী চিন্তা করবেন?
  - ❖ কী জানবেন এবং কীভাবে জানবেন?
  - ❖ কোন কিছু কীভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করবেন?

শিক্ষক যোগ্যতার মূল উপাদানঃ

১. শিক্ষক যোগ্যতা ও শেখানোর দক্ষতার মান উন্নয়নে শিক্ষককে সহায়তা করার প্রচেষ্টাই তত্ত্বাবধান। এর মাধ্যমে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় সাহায্য,সহযোগিতা ও নির্দেশনা দিয়ে শ্রেণি শিখন শেখানোর মান উন্নত ও আকর্ষণীয় করা যায়। তত্ত্বাবধান কাজটি কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষকযোগ্যতা চিহ্নিত করা। এসব যোগ্যতা শিক্ষককে দক্ষতার সাথে ও ফলপ্রসূভাবে প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সক্ষম করে তোলে। অর্থাৎ এর সাহায্যে শিক্ষকগণ সুষ্ঠুভাবে শ্রেণি শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

২. শিক্ষক যোগ্যতার ক্ষেত্র ও শিখনের ক্ষেত্র

ক্ষেত্র	শিখনের ক্ষেত্র
১. পেশাগত জ্ঞান	বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান
	শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা
	শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে ধারণা
	শিশু সম্পর্কিত ধারণা
	আইন-কানুন সম্পর্কিত ধারণা
২. পেশাগত অনুশীলন	পরিকল্পনা প্রণয়ন
	প্রত্যাশা
	যোগাযোগ দক্ষতা
	শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
	উপকরণের ব্যবহার
	মূল্যায়ন
৩. পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন	সমতার প্রতি অঙ্গীকার
	চিন্তা অনুশীলন এবং পেশাগত উন্নয়ন
	স্থানীয় জনগণের সাথে অংশগ্রহণ
	সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা

জ্ঞান, অনুশীলন এবং মূল্যবোধের তিনটি বড় ক্ষেত্রের (domain) ১৫টি শিখনক্ষেত্র ভিত্তি করে যোগ্যতাসমূহ বিন্যাস করা হয়েছে। শিক্ষকের যে কোন যোগ্যতার ঘাটতি হলে তা ঐ তিনটি ক্ষেত্রেই খুঁজে পেতে হবে। সে জন্য ক্ষেত্র, শিখনের ক্ষেত্র, অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা, পারদর্শিতার সূচকের ভেতর দিয়ে শিক্ষকের যোগ্যতার ঘাটতি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তাহলে ব্যক্তি শিক্ষকের যোগ্যতার ঘাটতির একটা তত্ত্বগত ভিত্তি পাওয়া যাবে।

ক্ষেত্রঃ পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি

শিখনের ক্ষেত্র	মান	শিক্ষক যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
(ক) বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান:	১. প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদর্শন করতে পারেন।	১. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে যথাযথ, এবং পারস্পর্য বজায় রেখে পাঠ পরিকল্পনা করার যোগ্যতা। ২. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করার যোগ্যতা। ৩. শ্রেণীতে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা। ৪. শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক যেকোন প্রশ্ন সার্থকভাবে উত্তর দেয়ার যোগ্যতা। ৫. ছোট ছোট শিশুদের খেলা অনুসন্ধিৎসা ছোট ছোট পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং ভাষা কীভাবে পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে রুপান্তরিত হয় তা উপলব্ধির যোগ্যতা।	১. পাঠ-পরিকল্পনায় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ২. পাঠদানকালে শিক্ষক আত্মবিশ্বাসের সাথে সঠিক বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করেন। ৩. শিখন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার উদাহরণ দিয়ে দেখান (সঠিক বানান, নির্ভুল হিসাব-নিকাস)। ৪. যেভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানের প্রকরণে রুপান্তরিত হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে প্রদত্ত ফিডব্যাকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে (কাঠের ব্লকের তুলনা সম্পর্কিত শিশুদের ধারণা ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পরিমাপ বিষয়ে চিন্তাকে উদ্দিপীত করে। ৫. শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধ্যাণ-ধারনা সৃষ্টিতে শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সম্পর্কিত করা যায় (যেমন একজন

		৬. বয়স অনুসারে গল্প বলা, ছড়া, আবৃত্তি, গান, বই পড়া এবং খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ সৃষ্টি যোগ্যতা।	অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক অবলোকন করেন)।
(খ)শিক্ষা দান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা	১. শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখন ফল ও শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদান কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন।	১. শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অথবা মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান সহ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাদান কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা। ২. যেমন প্রযোজ্য তেমনভাবে শিখন শেখানো কাজে প্রযুক্তির (আইসিটিসহ) ব্যবহার করার দক্ষতা। ৩. শিক্ষার্থীদের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করার দক্ষতা। ৪. শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে শিখনের সাথে যুক্ত করে পাঠ-পরিকল্পনা এবং উপস্থাপনার দক্ষতা। ৫. শিক্ষার্থীরা যে ধরণের ভুল করে এবং শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলো আয়ত্ব করতে পারে তা জানেন এবং তাদের বোধগম্যতা বিকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগের যোগ্যতা। ৬. যেকোন শ্রেণীতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভিন্ন এক বা একাধিক শিক্ষার্থী থাকে যাদের একীভূত করার দক্ষতা। ৭. এক বিষয়ের শিখন অন্য বিষয়ের কাজে ব্যবহার (যেমন গাণিতিক ভাষা পাঠ অনুশীলন) করার বিষয়ে পাঠ-পরিকল্পনা করার দক্ষতা।	১. যেকোন দিনে পাঠ চলাকালীন সময় বিশদ শিক্ষাদান কৌশল/কার্যক্রম পরিকল্পিত এবং প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ২. পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য ভুল ধারণা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ৩. শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ৪. শিক্ষার্থীদের তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে এমন প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিখন লাভে সহায়তা করেন এবং এমনভাবে তথ্য প্রদান করেন যাতে তারা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। ৫. শিক্ষক এবং ছাত্র, ছাত্র এবং ছাত্রের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রায়ই দেখা যায়। ৬. সকল ছাত্রই পাঠে অথবা পাঠ সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকে। ৭. যেসব শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভিন্ন অথবা দল থেকে আলাদা তাদের চিহ্নিত করতে পারেন এবং এমন ক্ষেত্রে একীভূত করার কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। ৮. শিক্ষার্থীরা আনন্দিত এবং আগ্রহান্বিত রয়েছে। ৯. সমন্বিত শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখা যায়।
(গ) শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা	১. প্রাথমিক এবং প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা এবং শিখন ফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন।	১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং কাঠামো সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। ২. প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিখন ফল এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও শিখন ফল সম্পর্কে পূর্ণ পরিচিতি। ৩. জাতীয় পরীক্ষাসহ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পরিচিতি। ৪. প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও মূল্যায়নের হাতিয়ার সম্পর্কে পরিচিতি।	১. শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখন ফল অনুসারে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। ২. পরিকল্পিত শিখন যোগ্যতা সফলভাবে অর্জিত হয়। ৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা তাদের কাঙ্খিত শিখন ফল অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নতি পরিদৃশ্যমান। ৪. শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতার রেকর্ড জাতীয় ফলাফল প্রতিফলিত করে।

(ঘ) শিশু সম্পর্কিত ধারণা	১. শিশুদের শিখন এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সম্পর্কিত প্রধান তত্ত্বগুলো সম্পর্কে এবং কীভাবে শিশুদেরকে ভালভাবে সহায়তা দেয়া যায় সেসম্পর্কে বাস্তবমুখি সচেতনতা প্রদর্শ করেন। ২. প্রত্যেক শিশুকে ভালভাবে জানেন।	১. এমনভাবে পাঠ এবং শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং উপস্থাপন করেন যাতে নিম্নলিখিত দিকগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়: ● শিশুদের শিখনের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ এবং তাদের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা। ● ভাষা এবং মিথষ্ক্রিয়া। ● ঝুঁকি গ্রহণ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান। ● বিভিন্ন বয়সি শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে উপলব্ধি। ● শিশুদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং উপলব্ধি। ● শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ। ● শিক্ষার্থীদের চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ। ● সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং কাজ। ● ছেলে এবং মেয়ে শিশুদের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক, দৃষ্টিগত, জাতিগত, ভাষাগতদিক বিবেচনা করা। ২. প্রত্যেক শিশুর আগ্রহ অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পূর্ব সাফল্য, পারিবারিক অবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক কৃষ্টিগত প্রভাব সম্পর্কে ভালভাবে জানেন এবং তার শিখনের সাথে এসব কিছুর সম্পর্ক উপলব্ধি করেন।	১. নিম্নলিখিত দিক বিবেচনা করে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম এবং পাঠ-পরিকল্পনা করেন: ● শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং উপলব্ধি বিবেচনায় নিয়ে পাঠদান শুরু করা। ● পারস্পরিক আলোচনা এবং ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার। ● সব ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের যাচাই করার সুযোগ দান। ● শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ফিডব্যাক প্রদান যাতে তারা ভুল উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করেনা। ২. (ক) শিক্ষার্থীর সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ করে থাকেন। বিশেষ করে যখন তাকে যখন কোনো কাজ দেয়া হয়। (খ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিচয় নিয়ে সহকর্মীদের সাথে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য পেশাজীবির সাথে আলোচনা করেন। (গ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশে রেকর্ড রাখেন। (ঘ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন এবং তার ক্রমান্বয়ে উন্নতি অবনতি সম্পর্কে তার বাবা-মা অথবা অভিভাবকের সাথে আলোচনা করেন।
(ঙ)আইন - কানুন সম্পর্কে ধারণা	১. প্রচলিত আইন কানুন ও বিধিগত, বাধ্যবাদকতা এবং এর বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পলব্ধি প্রদর্শন করেন।	১. (ক) চাকুরির বিভিন্ন শর্ত এবং বিধি সম্পর্কে ভালভাবে পরিচিত এবং সব ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কিত আইনগুলো মেনে চলেন। (খ) সহকর্মীদের সাথে চাকুরি বিধি এবং অন্যান্য আইন-কানুন পালন সম্পর্কে আলোচনা করেন।	১. সাম্প্রতিক সময়ে প্রচলিত চাকুরিবিধি সহ অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করেন।

ক্ষেত্র : পেশাগত অনুশীলন

শিখনের ক্ষেত্র	মান: একজন ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সক্ষমতা	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক

(ক) পরিকল্পনা প্রনয়ণ	১.শিক্ষার্থীরা কার্যকরভাবে শিখন লাভ করতে পারে। এমনভাবে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং ধরে রাখা ও সক্রিয় করার কৌশলযুক্ত পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়ণ।	১. নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে সুস্পষ্ট পাঠ পরিকল্পনা/শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন যা নিম্নলিখিত দিকগুলো প্রদর্শন করে: ● প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন ফলকে প্রাধান্য প্রদান। ● শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং ধরে রাখতে পারে এমন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চিন্তা এবং সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। ● সকল ছাত্রের পরিবার এবং সামাজিক জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠদান। ● কার্যকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন ফল মূল্যায়ন। ● শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, সামাজিক অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সকল ছাত্রের শিখন চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। ● কার্যকর, কার্যক্রম এবং শিখন ফল চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার।	১.(ক) সকল পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। (খ) শিখন ফল, পাঠ্যাংশ, শিখণ-শেখানো কাজ, শ্রেণী ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত। (গ) বিষয়/শ্রেণী ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিখন ফল নির্ধারণ। (ঘ) শিক্ষার্থী পূর্বের মূল্যায়ন ফলাফলের সাথে সম্পর্ক রেখে শিখন ফল এবং কার্যক্রম নির্ধারণ। (ঙ) শিখন শেখানো কাজ পাঠ-কাঠামো এবং বিষয় যথাযথ এবং বৈচিত্রপূর্ণ (যেমন শিখন শেখানো কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রেণীভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, ব্যবহারিক কাজ ছোট দলে অথবা জোড়ায় পড়া এবং লেখার কাজ ইত্যাদি। (চ) শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের শিখনকে প্রাধান্য দান এবং যেখানে সম্ভব সেখানে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে উৎসাহ দান। (ছ) প্রধান প্রধান শিক্ষাদান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো মূল্য দিয়ে থাকেন। (জ) পরিকল্পিত শিখন শেখানো কাজ একটি সমন্বিত শিখন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। (ঝ) পরিকল্পনায় সব ধরণের উপকরণের ব্যবহার সহ অন্যান্য দিক গুলো বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়। (ঞ) মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ এবং বৈচিত্রপূর্ণ (যেমন মৌখিক প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ, লিখিত কাজ ইত্যাদি)। (চ) সকল ধর্মের শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখন শেখানো কাজের সাথে জড়িত থাকে।
(খ) প্রত্যাশা	১. সকল শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক উচ্চাশা প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকে চাহিদা এবং কৃষ্টিগত ঐতিহ্যকে সম্মান করেন ও মূল্য দিয়ে	১. (ক) সকল শিশু এমনকি ঘনিষ্ঠতম শিশুও তার সাথে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে, এমন বিশ্বাস পোষণ করে। (খ) যেকোনো সামাজিক অথবা কৃষ্টিগত পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীদের উপর গভীর আস্থা এবং উচ্চাশা প্রকাশ করে থাকে। (গ) সকল শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক এবং	১. (ক) শিক্ষক এমন প্রশ্ন করেন যাতে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। (খ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, কৃষ্টিগত এবং পারিবারিক অভিজ্ঞতার দিকগুলো সঠিকভাবে শ্রেণীকক্ষের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়। (গ) সকল শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে যে, শিক্ষকের তাদের সম্পর্কে অতি উচ্চাশা

	থাকেন।	যুক্তিসংগতভাবে তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেন। (ঘ) শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা করে থাকেন যে, তা সকল শিশুর সামাজিক এবং কৃষ্টিগত পটভূমিতে ধারণ করে এবং এর ফলে তারা সবচেয়ে ভালভাবে শেখে ও সকলের মধ্যে তার অন্তর্ভূক্ত এমন মনোভাব পোষণ করে।	বর্তমান এবং সেইমতো তারা কাজ করে থাকে। (ঘ) শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যেকোনো আলোচনার সময় বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষে প্রকাশিত শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করেন। (ঙ) শ্রেণীকক্ষে যে সকল কার্যক্রম পরিকল্পিত তা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের সাথে মিলে যায়।
(গ) যোগাযোগ দক্ষতা	১. শিক্ষার্থীদের শিখন ফল শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তু তাদের সকলের নিকট স্পষ্ট হয় এমনভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।	১. (ক) প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠদান প্রক্রিয়া এবং শিখন ফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান। (খ) শিক্ষার্থীদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে বয়সকে বিবেচনায় রেখে সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) তুলনামূলকভাবে বয়স্ক শিশুদের সাথে তাদের কাঙ্খিত শিখন সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) শিক্ষকের প্রতি সকল ছাত্রের গভীর মনোযোগ বজায় থাকে। (ঙ) শ্রবণযোগ্য এবং সঠিকভাবে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে থাকেন। (চ) ব্ল্যাকবোর্ডসহ অন্যান্য প্রদর্শিত উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার করে থাকেন।	১. (ক) যেকোনো কাজ এবং পাঠের ভূমিকা যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত অবধানযোগ্য এবং সুপ্রদর্শিত। (খ) শিক্ষক যখন কথা বলে থাকেন সকল ছাত্রের মনোযোগ তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তার কথা শুনতে তারা আগ্রহবোধ করে। (গ) শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে কোনো একটি পাঠে তাদের কী করতে হবে এবং নিম্ন পর্যায়ের শ্রেণীগুলোতে শিক্ষার্থীরা জানে তাদের কী শিখতে হবে।
	২. শিখণে অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার দক্ষতা এবং আলোচনাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেন	২. (ক) পাঠ এবং শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনায় প্রশ্ন করাকে গুরুত্ব দেন। (খ) সাধারণভাবে পুরো ক্লাসকে প্রশ্ন না করে একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করে থাকেন। (গ) সকল ছাত্রের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য প্রশ্ন করে থাকেন। (ঘ) কোনো বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্ন করে থাকেন, প্রশ্ন আহবান করেন এবং উত্তর দিয়ে থাকেন। (ঙ) শিক্ষার্থীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং উত্তর দেয়ার পূর্বে শিক্ষাথীদের চিন্তা করার সুযোগ দেন। (চ) শিক্ষার্থীদের ভুল অথবা অচিন্তনীয় উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন।	২. (ক) পাঠ-পরিকল্পনায় প্রশ্ন করার সুযোগ এবং প্রশ্নের উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়। (খ) শিক্ষককে প্রায়ই শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলতে দেখা যায়। (গ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কথা প্রাধান্য পায় না। (ঘ) প্রধানত একজন শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করা হয়। (ঙ) পুরো শ্রেণীতে উত্তর দেওয়া এবং হ্যা অথবা না-বোধক উত্তর দেওয়ার বিষয়টি কচিৎ ঘটে থাকে। (চ) সকল ছাত্রকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। (ছ) শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য প্রশ্নের সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। (জ) কোনো প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার

		(ছ) প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য মাথায় রাখেন। (জ) শিক্ষার্থীদের উচ্চ পর্যায়ের চিন্তা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করেন। (ঝ) শিক্ষার্থীদের তাদের জ্ঞান ও মতামত বিনিময়ের সুযোগ দানের জন্য বিভিন্ন আলোচনা অথবা পর্যালোচনা করে থাকেন। (ঞ) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন।	ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। (ঝ) শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিতে দ্বিধান্বিত হয় না। (ঞ) শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশ্ন করে থাকে এবং উত্তর প্রদান করা হয় যথেষ্ট সমীহ করে। (ট) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা হয় যাতে তারা কোনো তথ্য স্মরণ করতে পারে, সমস্যার সমাধান করতে পারে, মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং অনুমান করতে পারে। (ঠ) শ্রেণীকক্ষে আলোচনা সকল ছাত্রের আগ্রহ ধরে রাখে এবং অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে। (ড) শিক্ষকের প্রশ্নের উদ্দেশ হয় শিক্ষার্থীর উপলব্ধিকে পরীক্ষা করা যার ফলে শিক্ষার্থী চিন্তা করতে বাধ্য হয় (শুধু মাত্র পুণরুক্তি না করে অথবা উপলব্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিত না করে)।
(ঘ) শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা	১. সকল শিক্ষাথীর অংশগ্রহণে সহায়ক, উদ্দেশ্যপূর্ণ, ইতিবাচক, নিরাপদ এবং সমতার ভিত্তিতে শিখণ পরিবেশ বজায় রাখেন।	১. (ক) আসবাবপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ এমনভাবে স্থাপন করেন যাতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা স্বচ্ছন্দ্য এবং শিখন নিশ্চিত করা যায়। (খ) শিখণ শেখানোর কাজে চাহিদার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো আসবাবপত্র পুণ:সজ্জিতকরণ করেন (যেমন জোড়ায় অথবা দলীয় কাজ, ভূমিকাভিনয় অথবা আলোচনার ক্ষেত্রে) । (গ) শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা, শিখণ এবং সৃষ্টিশীলতা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের নানাকাজ যেমন আঁকা ছবি, লেখা কবিতা, গল্প ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শিত হয়।	১. (ক) শ্রেণীকক্ষের বিন্যাস এমনভাবে করা হয় ● যেন তা সকল ছাত্রের চাহিদা পূরণ করে বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক এবং নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সকল চাহিদা বিবেচনা করা হয়। ● সকল ছাত্র স্বচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে। ● সকল ছাত্রের লেখার জন্য যথেষ্ট জায়গা এবং সুবিধা থাকে। ● সকল শিক্ষার্থী শিক্ষককে স্পস্টভাবে শুনতে এবং দেখতে পারে। ● কোনো শিক্ষার্থী যখন একা একা কাজ করে তখন শিক্ষক যেন তাকে সাহায্য করতে পারেন। (খ) সকল শিক্ষার্থীর কাজ বিশেষ করে তাদের আঁকা ছবি শ্রেণীকক্ষে সকল সময় অথবা বিভিন্ন সময় প্রদর্শিত হয়ে থাকে। (গ) সঠিকভাবে এবং পরিষ্কারভাবে দর্শনযোগ্য উপকরণ (যেমন ছবি, যেকোনো লেখা, মানচিত্র, শব্দ, বর্ণচার্ট ইত্যাদি) প্রদর্শিত হয়ে থাকে।
	২. বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ	১. (ক) শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো কাজগুলো সকলকে ব্যস্ত রাখে এবং সকলের সামর্থ পরীক্ষা করে।	১. (ক) শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় এবং তাদের সামর্থকে পরীক্ষা করে এমন শিখণ শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যাপৃত করেন।

	বাস্তব ইতিবাচক এবং সমতাভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার ব্যবহার করেন।	(খ) উল্লিখিত কাজগুলো শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, তারা এ কাজগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করে। তবে সেগুলো তাদের কাছে ততটা সহজ নয়। (গ) সময়ের কার্যকর ব্যবহার করেন। যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সময় পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করেন। (ঙ) শিক্ষার্থীদের তাদের শ্রেণীকক্ষের কাজ সফলভাবে করে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করার	(খ) প্রায় সমস্ত সময় ধরে শিক্ষার্থীদের শিখণ শেখানো কাজে ব্যস্ত রাখেন। (গ) যখন যেমন প্রয়োজন হয় তেমনভাবে শিক্ষার্থীদের একাকি দলীয়ভাবে এবং সমগ্র শ্রেণীগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ ভাগ করে দেন। (ঘ) প্রাক-প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের খেলাধূলার প্রচুর সুযোগ দেয়া হয় এবং কোনো কিছু পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়া হয়। (ঙ) শিক্ষার্থীরা সফলভাবে তাদের প্রদত্ত এ্যাসাইনমেন্ট সমাপ্ত করে থাকে। (চ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নানাভাবে সহায়তা করেন। যেমন প্রশ্নের মাধ্যমে, যাতে তারা শিখতে পাওে এবং সফল হয়। তবে এর সাথে সাথে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হয়। (ছ) কার্যকরভাবে কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষক পাঠ্য-পুস্তক, ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি এবং উপকরণ ব্যবহার করেন। (জ) শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত এবং দলীয় উপকরণ যেমন খেলাধূলা, ওয়ার্কশিট, ওয়ার্কবুক, পাঠের জন্য বই ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন লাভ করে।
	৩. শিক্ষাথীদের সাথে ইতিবাচক এবং সম্মানসূচক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কৌশলের ব্যবহার প্রদর্শন করে থাকেন।	১. (ক) শিক্ষক নিজে ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করে ইতিবাচক করতে উদ্বুদ্ধ করেন। (খ) শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, বিশ্বাসী এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। (গ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদান করেন।	১.(ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখণ সম্পর্কিত কাজ এবং আচরণ সম্পর্কে অতি উচ্চাশা পোষণ করেন। (খ) শিক্ষার্থীদের তাদের ভাল কাজ এবং আচরণের জন্য প্রায়ই প্রশংসা করে থাকে। (গ) যোগ্য ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রশংসা করা হয় (যেমন, কোনো কাজে শুধু একটি দিকের জন্য অথবা কঠিণ সমস্যার মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে)।
চ) উপকরণ ব্যবহার	১. সমতাভিত্তিক এবং কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যথাযথ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন	১. নিম্নলিখিত উপকরণগুলো সাধারণভাবে ব্যবহার করেন: ● পাঠ্য-পুস্তক, ● পোস্টার, মানচিত্র এবং অন্যান্য দৃশ্যমান উপকরণ,	১. (ক) জ্ঞান এবং উপলব্ধি সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন। (খ) যথাযথ উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহাওে শিক্ষার্থীদের শিখন এবং উপলব্ধি বৃদ্ধি পায় বলে তা

	শিক্ষাউপকরণ নির্বাচন এবং ব্যবহার করেন।	● সব ধরণের পড়ার বই, ● খেল-ধূলার উপকরণ, ● এ্যাবাকাসসহ গণণার জন্য অন্যান্য উপকরণ, সকল শিক্ষার্থীর শিখণ সহায়তার জন্য পরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য যেমন, বিভিন্ন ধরণের খেলার পুতুল, বিভিন্ন ধরণের ব্লক, সংখ্যা, বর্ণ চিহ্নিত ব্লক এবং অন্যান্য শ্রেণীর উপযুক্ত সহ-পাঠক্রমিক উপকরণ নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন।	নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন। (গ) শিক্ষা উপকরণ পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার হয়। (ঘ) শিক্ষার্থীরাও যথাযথভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে শিখণ উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। (ঙ) সকল লাকসই উপকরণ পূর্ব পরিকল্পিত হওয়ার ফলে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়।
	১. শিক্ষক সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষা উপকরণ নিজেই তৈরি করেন।	১. (ক) সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদির সাহায্যে নিম্নলিখিত সাধারণ উপকরণগুলো তৈরি করেন। ● স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত যেমন তেতুলবীজ, মার্বেল, ছোলা ইত্যাদির সাহায্যে গণনা, ● শিক্ষার্থী, শিক্ষকের আঁকা ছবি অথবা প্রত্রিকা, ম্যাগাজিন অথবা বইয়ে আঁকা ছবি, ফটোকপি করা, ● স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত গল্পের/পড়ার বই, (খ) উপরোল্লিখিত উপকরণগুলো পরিকল্পিত ও নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন।	১. (ক) কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট শিখণ শেখানো কাজে ব্যবহারের জন্য শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে উপকরণ তৈরি করে থাকেন। (খ) সকল উপকরণ শিখণ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। (গ) উপযুক্ত ও যথাযথ শিক্ষা উপকরণ এবং উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের শিখণ এবং উপলব্দি বৃদ্ধি পায়। (ঘ) শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, পাঠ-পরিকল্পনা উল্লিখিত থাকে এবং সে পরিকল্পনা মতো ব্যবহৃত হয়। (ঙ) নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যখন যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে তাদের চিন্/কল্পনাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।
	২. শিখনকে সহায়তা দেয়ার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি (যেমন মোবাইল ফোন) যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়।	১. (ক) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রযুক্তি চিহ্নিত করা হয়। (খ) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি পরিকল্পিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীসহ অন্যান্য শ্রেণীতে শিখনকে উপযুক্তভাবে সহায়তা দিতে ব্যবহার করা হয়।	১. (ক) শিক্ষক স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয় তা জানেন। এছাড়া কীভাবে ব্যবহার করলে শিখণকে সঠিকভাবে সহায়তা দেয়া যাবে সে সম্পর্কে পুণ: সচেতন। (খ) এরুপ প্রযুক্তির ব্যবহার পাঠ-পরিকল্পনায় উল্লেখ করা থাকে এবং সে পরিকল্পনা মতে ব্যবহার করা হয়। (গ) শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় (যেমন কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান করতে পারে অথবা তার কোনো ধারণা উপস্থাপন করতে পারে)।

			(ঘ) শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিচালনা করতে পারে এবং তা থেকে তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। (ঙ) প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রধান লক্ষ্য থাকে শিখণ শেখানো কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখণ লাভের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন।
(ছ) মূল্যায়ন	১. যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল পরিকল্পন ব্যবহার করেন।	১. (ক) পাঠ-পরিকল্পনায় এবং শিখণ শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত শিখণ ফল কার্যকরভাবে মূল্যায়নের জন্য যথাযথ কৌশল চিহ্নিত করেন। (খ) একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের গাঠণিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করেন। (গ) একটি পাঠের সময় একজন শিক্ষার্থীও অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করে তার চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার করেন।	১. (ক) প্রতিটি পাঠ-পরিকল্পনার সাথে বিবৃত শিখণ ফল অনুসারে মূল্যায়ন কৌশল উল্লিখিত থাকে। (খ) পাঠ-পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরণের গাঠণিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়। (গ) শিক্ষার্থীর চাহিদ অনুসারে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষক বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন।
	২. শিক্ষার্থীদের যথাযথ সময়ে মৌখিক এবং লিখিত ফিডব্যাক প্রদান করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীকে পুণ:ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন।	১. (ক) শুধুমাত্র ভুল সংশোধনের মাধ্যমে অথবা জানার ক্ষেত্রে কোনো ফাঁক পূরণের মাধ্যমে নয় বরং শিক্ষাথীকে সামগ্রিকভাবে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পুণ:নির্মাণে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। (খ) শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃত অগ্রগতি উপলব্ধি করার জন্য আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনা করেন এবং সুযোগমতো তা ব্যবহার করেন। (গ) শিখন অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের এবং প্রয়োজনমতো প্রশ্ন করেন। (ঘ) শিক্ষাথীদের এমন প্রশ্ন করেন যা তাদের চিন্তার উদ্রেগ করে (বিবৃত বিষয়ের পুণরুক্তি না করে)। (ঙ) শিখণে আবেগ, আচরণ এবং প্রেষণা ভূমিকা গভীরভাবে উপলব্ধি করে মূল্যায়ন করে থাকেন। (চ) শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে	১. (ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ করেন, পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং গঠণমূলকভাবে তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। (খ) শিক্ষার্থীর প্রতিটি কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শিক্ষক একাকী, দলীয়ভাবে এবং সমগ্র শ্রেণীকে প্রশ্ন করেন। (গ) শিক্ষার্থীকে আরও শিখণের জন্য প্রেষণা দিতে এবং ইতিবাচক অনুভূতির সৃষ্টি করে এমনভাবে ফিডব্যাক প্রদান করেন। (ঘ) কোনো শিক্ষাথীকে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে সহায়তা দানের মাধ্যমে শিক্ষক কাজটি শেষ করেননা বরং তার শিখণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বারবার তার কাছে ফিরে আসে। (ঙ) শিক্ষার্থীর কাজে অথবা কথা বলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে শিক্ষার্থীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করেন। (চ) সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষক মূল্যায়নের গ্রেডিং প্রদান করেন। (ছ) শিক্ষক মৌখিকভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যমে

		তাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণা পাকাপোক্ত করেন। (ছ) প্রদত্ত ফিডব্যাক হয় ইতিবাচক এবং কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। (জ)লিখিতভাবে অথবা মৌখিকভাবে যেভাবেই ফিডব্যাক দেয়া হোক না কেন তা সবসময় চিন্তার উদ্রেগ করে। (ঝ) যদি কোনো শিখণ শেখানো কাজ কাঙ্খিত শিখণ ফল লাভে ব্যর্থ হয় তখন একাকি এবং দলীয়ভাবে শিখণ নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। (ঞ) শিক্ষক জানেন কখন সহায়তা প্রদান করতে হয় এবং কখন তা প্রদান করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। (ট) মূল্যায়ন কখনই শিখণের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।	এমনভাবে শিক্ষাথীকে চ্যালেঞ্জ করেন যে সে কোনো বিষয়ে তথ্য লাভের কাজে ব্যাপৃত না থেকে বরং আরও গভীরতর বিষয় অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। (জ) শিক্ষার্থীর লিখিত কাজে শিক্ষকের মন্তব্যতাকে আরও চিন্তাকরতে উৎসাহিত করে। (ঝ) যদি কোনো শিখণ শিক্ষার্থীর নিকট কঠিন প্রতিভাত হয় তখন শিক্ষক তাকে বিশেষ ধরণের কাজ প্রদানের মাধ্যমে শিখণের নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং জ্ঞান আয়ত্ব করতে সহায়তা করে।
	৩. মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে আহরিত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার্থীর শিখণ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করেন।	১. (ক) সঠিক সময়ে গাঠণিক মূল্যায়ন পরিকল্পিত এবং অনুষ্ঠিত হয়। (খ) মূল্যায়নের কাজগুলো এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর "পুণরায় মনে করার বিষয়টি পরীক্ষিত হয় না বরং তার সৃষ্টিশীলতা এবং চিন্তাশক্তিকেও পরীক্ষা করা হয়"। (গ) সমগ্র শ্রেণীভিত্তিক এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখণ অগ্রগতির মূল্যায়ন রেকর্ডসহ শিক্ষার্থীও শিখণ অগ্রগতি এবং চাহিদার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।	১. (ক) সামষ্টিক পরীক্ষা শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়না বরং তা বিভিন্ন ধরণের মূল্যায়নের মাধ্যমে যেমন স্বাধীনভাবে লিখতে দেয়া, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীভিত্তিক আলোচনা, মৌখিক প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির সমন্বয় গৃহীত হয়। (খ) শিক্ষার্থীর পারদর্শীতা পরিষ্কার এবং স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। (গ) পাঠ-পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে বিবেচনায় নেয়া হয়।

ক্ষেত্র : পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন

শিখনের ক্ষেত্র	মান:	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক	প্রাগ্রসর শিক্ষকদের পারদর্শিতার সূচক
(ক) সমতার প্রতি অঙ্গীকার	১. প্রত্যেক শিশুর মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ মাত্রায় বিকাশের অধিকারসহ একীভূত শিক্ষা ন্যায়পরায়ণতা এবং সমতার প্রতি অঙ্গীকার,	১. (ক) প্রত্যেক শিশুর যেমন রয়েছে জ্ঞান ও দক্ষতা তেমনি আছে আগ্রহ এবং সক্রিয়তা, সে সম্পর্কে শিক্ষকের পরিপূর্ণ উপলব্ধি। (খ) লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, ভাষা, বর্ণ, দৈহিক অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষক	১. (ক) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে ইতিবাচকভাবে মেলামেশা করেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেন। (খ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যাক্তিগত বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানেন এবং সে জ্ঞান শিখণের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। (গ) সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের	১. (ক) শিক্ষকের সৃষ্ট পরিবেশে শিক্ষার্থীর পারিবারিক, আর্থিক অথবা সামর্থ্যের প্রতি গুরুত্ব ছাড়াই সমানভাবে সকল শিশুর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। (খ) সকল শিশুর মা-বাবাকে শ্রেণীকক্ষ অথবা বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহী করা হয়।

	শিক্ষকের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।	সকল শিশুর চাহিদা সঠিকভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে পূরণ করেন। (গ) প্রত্যেক শিশুর ব্যাক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থেকে প্রত্যেকের সাথে পেশাগত এবং ইতিবাচক সম্পর্ক রক্ষা করেন। (ঘ) কৃষ্টিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত পার্থক্যগুলোকে নেতিবাচক হিসাবে না নিয়ে বরং এ পার্থক্যকে শক্তি হিসেবে বিশ্বাস করে।	মনোযোগ থাকে। (ঘ) সামাজিক, কৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, ধর্মীয়, জাতীয়, ভাষাগত এবং আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিশু সামাজিকভাবে এবং তাদের শিখণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল। (ঙ) শ্রেণীকক্ষে সকল শিশুর পরিচিতি কোন না কোনভাবে প্রকাশ পায়।	(গ) শুধুমাত্র সমস্যায় জর্জরিত শিশু অথবা সফল শিশুর মা-বাবাকে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয় না বরং সকল শিশুর মা-বাবাকে বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করা হয়। (ঘ) শিশুদের কৃষ্টিগত, জাতিগত এবং ভাষিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপন করা হয়।
(খ) চিন্তা অনুশীলন এবং পেশাগত উন্নয়ন	১. সমগ্র শিক্ষতার জীবনে পেশাগত উন্নয়নের প্রতি এবং সক্রিয়ভাবে চিন্তা অনুশীলনের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।	১. (ক) শিক্ষাদান দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এবং তা সময় সময় আধুনিকায়নের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। (খ) নিজেদের শিক্ষাদানের পারদর্শিতা এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে চিন্তা ভাবনা করে থাকে। (গ) শিক্ষাদানে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সহকর্মী এবং পেশাজীবিদের পরামর্শ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে থাকেন।	১. (ক) প্রশিক্ষণসহ শিক্ষকদের পেশা উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন। (খ) বিভিন্ন জার্নাল, পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে শিক্ষকের তার পেশা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাত্যহিকভাবে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনাতেও এরুপ চিন্তা ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। (গ) শিক্ষক যেকোন ইতিবাচক ফিডব্যাক গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ করে থাকেন।	১. (ক) জ্ঞান সাধনা, জটিল সমস্যার সমাধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষকের চিন্তা ভাবনা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। যেমন বিদ্যালয়ে, সাব ক্লাস্টার অথবা ইউ.আর.সি পর্যায়ে বিভিন্ন আলোচনা এবং বিভিন্ন প্রত্রিকা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখায়। (খ) শিক্ষক প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা এবং নতুন নতুন শ্রেণীশিক্ষা কার্যক্রম অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে বিনিময় করেন। (গ) প্রধান শিক্ষক, সহকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, এবং সহকর্মী শিক্ষকগণ শিক্ষকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে ফিডব্যাক প্রদান করেন।
(গ) স্থানীয় জনগণের সাথে অংশগ্রহণ	১. মা-বাবা অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণের	১. (ক) বিদ্যালয় এবং স্থানীয় জনগণ সকলের সাথে ইতিবাচক এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে সক্রিয় হয়ে থাকেন এবং সকলকে সমানভাবে বিচার করেন।	১. (ক) শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাদেও মা-বাবার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন।	১. (ক) মা-বাবা অভিভাবক এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের সাথে যোগাযোগ এবং গৃহ পরিদর্শন শিক্ষকের প্রাত্যহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেখা যায়।
	সাথে কার্যকরভাবে	(খ) পরিবার এবং স্থানীয়	(খ) শিক্ষক তাঁর আচরণের মাধ্যমে	(খ) মা-বাবা

	বিদ্যালয় উন্নয়নের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সজাগ।	জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষকের পর্যাপ্ত ধারণা পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং উপকরণ সংগ্রহে কাজে লাগানো হয়।	স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হন। (গ) প্রাক-প্রাথমিক ভর্তি হওয়ার সময় থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপন করেন। (ঘ) শিক্ষক প্রয়োজনে লিখিতভাবে মা বাবার সাথে তাদের সন্তান সম্পর্কে যোগাযোগ করে থাকেন। (ঙ) শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীর গৃহ পরিদর্শন করেন। (চ) পাঠ-পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণ অথবা পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।	অভিভাবকগণকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে এবং শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত বাড়ির কাজে সহায়তা দিতে উৎসাহিত করা হয়। (গ) শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষেই নয় বরং স্থানীয় পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের শিখণের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ই কিছু সামাজিক সেবা প্রদানে যেমন পরিবেশ দূষণ, পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত করা, স্থানীয় জনগণকে সাক্ষরতা অর্জনে সহায়তা দান, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। (ঙ) স্থানীয় ইতিহাস, জীবন যাত্রা, ভৌগলিক অবস্থান এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা লিখিত হয়ে থাকে এবং বিদ্যালয় এবং সাব-ক্লাস্টার পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
(ঘ) সহকর্মীদের সাথে সহযোগীতা	১. দলীয় সদস্য হিসেবে সহকমীদের কাজ করে থাকেন।	১. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা সমর্থন দান করেন যেমন : ● সম্পদ বিনিময়; ● কার্যকর অনুশীলনের জন্য ধারণা/অভিজ্ঞতা বিনিময়; ● পরস্পরের চিন্তা ভাবনায় প্রভাব রাখা।	১. (ক) সহকর্মীদের চমৎকার সম্পর্ক উপভোগ করে থাকেন। (খ) যেকোন ধরণের দ্বন্দ এড়িয়ে চলেন এবং এরুপ কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করেন। (গ) আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে পরস্পরের শিক্ষাদান, দক্ষতায় উৎকর্ষতা সাধনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকেন।	১. (ক) পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনকে যথোচিত মূল্য দেয়া হয়। (খ) একে অপরের শিক্ষাদান পর্যবেক্ষণ করেন এবং একে অপরকে প্রেষণা প্রদান এবং একসাথে কাজ করার আগ্রহ প্রদর্শন করেন। (গ) বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকার অথবা যেকোনো ধরণের নিউজ লেটার প্রকাশে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সহায়তা গ্রহণ করেন

পর্যবেক্ষণ ফরম-১

শিক্ষকের নাম : শ্রেণি : পাঠের বিষয় :

পর্যবেক্ষণের তারিখ	চিহ্নিত শিক্ষকযোগ্যতাসমূহ		তত্ত্বাবধায়কের নাম
প্রারম্ভিক সময় সমাপ্তির সময়	১.পেশাগত জ্ঞান		
	২.পেশাগত অনুশীলন		
	৩. পেশাগত মূল্যবোধ এবং স্থাপন		

শিক্ষক কেমন করে পর্যবেক্ষণের জন্য চিহ্নিত নির্দেশকসমূহ প্রদর্শন করছেন তা বর্ণনা করুন

শিশুদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন

ফলাবর্তনের প্রস্তুতি হিসেবে পর্যবেক্ষণের ওপর অনুচিন্তা লিপিবদ্ধ করুন

সহায়ক তথ্যঃ ৫.৪

পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক-২

শিক্ষকের নাম	শ্রেণি: বিষয়: বিষয়বস্তু:
পর্যবেক্ষিত যোগ্যতার ক্ষেত্র ১। ২।	পাঠ শুরুর সময় : পাঠ সমাপ্তির সময় : তারিখ :

পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি

যোগ্যতার ক্ষেত্র	পারদর্শিতার সূচক	মতামত				
		১	২	৩	৪	৫
শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা	• প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রান্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে জানেন।					
	• শিখনফলকে বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করতে পারেন।					
বিষয় সম্পর্কে ধারণা	• শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞানের সাথে বিষয়বস্তুকে সংশ্লিষ্ট করেন।					
	• পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই সুস্পষ্টভাবে পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন।					
	• বিষয়বস্তু অনুধাবনে সুপরিকল্পিত কাজ দেন।					
	• উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে কৌতুহলী করে তুলেন।					
	• বিষয়বস্তু অনুধাবনে জীবনঘনিষ্ট উদাহরণ প্রদান করেন।					
	• শিখনফল অর্জনের জন্য সহায়ক শিখন-শেখানো কৌশল গ্রহণ করেন।					

শিক্ষাদান সম্পর্কিত জ্ঞান	• এককভাবে এবং জোড়ায়/ছোট দলে কাজ করে শিখতে সহায়তা করেন।					
	• বিষয়বস্তু অনুধাবনে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেন।					
	• মতামত প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি করেন।					
	• বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ দেন।					
শিশু সম্পর্কে ধারণা	• শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেন।					
	• শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও পারগতার মাত্রা অনুযায়ী শিখনদল তৈরি করেন।					
	• পারগতার মাত্রা অনুযায়ী শিখন কৌশল প্রয়োগ করেন।					
	• বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন কৌশল নির্ধারণ করেন।					
	• সকলকে বলতে উৎসাহ দেন।					
	• সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন।					
	• ইতিবাচকভাবে শিক্ষার্থীদের ভুল উত্তরের কারণ অনুসন্ধান করেন।					

পেশাগত অনুশীলন

যোগ্যতার ক্ষেত্র	পারদর্শিতার সূচক	মতামত				
		১	২	৩	৪	৫
পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কিত	• নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।					
	• শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে উপস্থাপনের ধাপ বিন্যস্ত করেন।					
	• কার্যকরভাবে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করেন।					
	• শ্রেণিতে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কর্মতৎপর শিখন কৌশল নির্ধারণ করেন।					
	• বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য প্রতিকারমূলক শিখনের ব্যবস্থা করেন।					
প্রত্যাশা	• পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা সমন্বয়ের ব্যবস্থা করেন।					
	• শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পরিকল্পিত কাজ দেন।					
	• শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন চাহিদা সৃষ্টি করেন।					
	• শিক্ষার্থীদের কাজ শ্রেণিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।					
যোগাযোগ দক্ষতা	• সকল শিক্ষার্থীর শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠ উপস্থাপন করেন।					
	• শ্রেণিতে সুস্পষ্টভাবে কাজের নির্দেশনা প্রদান করেন।					
	• পাঠসংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট ও উন্মুক্ত প্রশ্ন করেন।					
	• সকল শিশুকে তার সামর্থ্য বিবেচনা করে প্রশ্ন করেন।					
	• প্রশ্ন করার সুযোগসহ সকলের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করেন।					
শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা	• ব্ল্যাকবোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করেন।					
	• আসন বিন্যাস দলে কাজ করার উপযোগী কি না তা নিশ্চিত করেন।					
	• বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিকটবর্তী স্থানে বসানোর ব্যবস্থা করেন।					

	● অগ্রসর শিক্ষার্থীদের বিশেষ কাজ প্রদান করেন।					
	● শিক্ষার্থীদের ভাল কাজ ও আচরণের প্রশংসা করেন।					
	● শিক্ষার্থীদের নাম ধরে সম্বোধন করেন।					
	● সকল শিশুর প্রতি দৃষ্টি সংযোগ বজায় রেখে পাঠ উপস্থাপন করেন।					
উপকরণের ব্যবহার	● পাঠসংশ্লিষ্ট সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করেন।					
	● পাঠসংশ্লিষ্ট দৃষ্টিনন্দন উপকরণ ব্যবহার করেন।					
	● সকল শিক্ষার্থীর সমান সুযোগ নিশ্চিত করে উপকরণ ব্যবহার করেন।					
	● দক্ষতার সাথে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও ব্যবহার করেন।					
মূল্যায়ন	● পরিকল্পিত মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করেন।					
	● মূল্যায়নের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্ন করেন।					
	● শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন।					
	● ইতিবাচক ফিডব্যাক(ফলাবর্তন) প্রদান করেন।					
	● শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক অগ্রগতির রেকর্ড সংরক্ষণ করেন।					
	● মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর ভিত্তি শিখন-শেখানো পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।					

পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন

যোগ্যতার ক্ষেত্র	পারদর্শিতার সূচক	মতামত				
		১	২	৩	৪	৫
সমতার প্রতি অঙ্গিকার	● প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন।					
	● সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতি সমান মনোযোগ দেন।					
	● প্রত্যেকের মধ্যেই সম্ভাবনা আছে বিশ্বাস করেন।					

নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো শিশুর কোন কোন কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে তার নোট	নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো শিক্ষকের কোন কোন কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে তার নোট

ভালো নয়	মোটমুটি	সাধারণ মান	ভালো	খুবভালো
১	২	৩	৪	৫

পর্যবেক্ষকের নাম:

স্বাক্ষর ও তারিখ:

ফলাবর্তনের আলোচনা সারসংক্ষেপ ছক-৩

তারিখ	চিহ্নিত শিক্ষকযোগ্যতাসমূহ		তত্ত্বাবধায়কের নাম
	১.পেশাগত জ্ঞান		
	২.পেশাগত অনুশীলন		
	৩.পেশাগত মূল্যবোধ এবং স্থাপন		
সবল দিক			
উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ			
লক্ষ্য			

মডিউল-১

অধিবেশন-৬	**শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে নেতৃত্ব**

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ-

ক. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।

খ. প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

অধিবেশনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলঃ ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ ।

সহায়ক তথ্য ৬.১

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক কি?

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক যা পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, স্নেহ ও সম্মান অর্জন করতে শেখায়। এই সম্পর্ক, শিক্ষককে তার শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে জানতে, পছন্দ করতে সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ শিক্ষার্থী হয়ে উঠতে উৎসাহিত করে। শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি স্নেহ বা সম্মান প্রদর্শন করেন, তাদের ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন করেন। এর ফলে শ্রেণিকার্যক্রম সফল হয়, সেইসাথে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষকে সবার জন্য একটি নিরাপদ এবং আনন্দময় পরিবেশ করে তোলে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক গড়ে তোলার উপায়

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক গড়ে তুলতে অনেক টিপস এবং কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক তৈরি করার কয়েকটি উপায় হল-

- শিক্ষক যে ছাত্রদের প্রতি যত্নশীল তা ছাত্রদের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া। ইহা শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে করা যেতে পারে, যেমন: তাদের জন্মদিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা।
- শিক্ষক ছাত্রদের কথা শোনার মাধ্যমে, যেমন: তাদের মতামত শুনে, তাদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করা।
- শিক্ষক তার ছাত্রদের সাথে পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তুলে, যেমন তাদের পছন্দগুলিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং সর্বদা তা খেয়াল রাখা।
- শিক্ষককে সর্বদা তার প্রত্যেক ছাত্রের সাথে স্নেহশীল এবং ন্যায়পরায়ন হওয়া।
- কোন কিছু পছন্দের ক্ষেত্রে শিক্ষক বাছাই না করে শিক্ষার্থীকে বাছাই করতে দেয়া।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর সাথে একইরকম আচরণ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষক তার ছাত্র এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া।
- ক্লাস চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং তারা যা বলতে চায় তা বলার সুযোগ দেওয়া।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ইতিবাচক শব্দের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করার মাধ্যমে। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে বিশ্বস্ততা তৈরি করে, কারণ তারা যেন সৎ হওয়ার জন্য শিক্ষকের আদর্শের উপর আস্থা রাখতে পারে। অবশ্যই, একটি ইতিবাচক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য অনেক বিকল্প উপায় রয়েছে, তবে কীভাবে শুরু করবেন সেটাই ভাবতে হবে।

তথ্যসূত্র: ("SEL এর সাথে শক্তিশালী শিক্ষক-ছাত্রদের সম্পর্ক গড়ে তোলার ৬ উপায়", ২০২২)

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সুবিধা

শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-শিক্ষকের ইতিবাচক সম্পর্কের অনেক সুবিধা রয়েছে। শ্রেণিকার্যক্রম শুরু করার সময়, যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সামাজিক-আবেগিক দক্ষতার বিকাশ ভালো হয়। তাদের অতিরিক্ত একাডেমিক জ্ঞান গ্রহণ করার সম্ভাবনা বেশি হয়। একটি ভালো ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে তারা শ্রেণীকক্ষে ভালো পারফরমেন্স করে। একটি ইতিবাচক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের পরিবেশ তৈরি করে। শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইচ্ছে করলে একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। আলাদা ছাত্রদের জন্য আলাদা সম্পর্ক হতে পারে। ইতিবাচক সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের শেখার বিষয়ে সচেতন হতে এবং প্রয়োজন অনুসারে তাদের শেখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ঠিক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষককে তার শিক্ষার্থীদের ক্লাসে সকল আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া উচিত।

ইতিবাচক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একাডেমিক সুবিধার পাশাপাশি, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্য বিকাশে সহায়তা করে (অ্যাডমিন, ২০১৭)। প্রায়শই, শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের পরামর্শদাতা হিসাবে

দেখে। শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীর শেখার এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় তাদেরকে উৎসাহিত করেন তখন ছাত্ররা গর্ব অনুভব করে। সামাজিক যোগ্যতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, স্বায়ত্বশাসন, এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত বা উদ্দেশ্যের অনুভূতি হল প্রতিরক্ষামূলক উপাদান যা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়, যা শিক্ষার পরিবেশকে বিকশিত করতে সহায়ক হতে পারে (বন্ডি এট আল, ২০০৭)। উল্লেখ্য যে, ছাত্ররা ইতিবাচক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক থেকে উপকৃত হয়। একইভাবে, শিক্ষকরাও উপকৃত হয়। ছাত্রদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করার সময় শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব আন্তব্যক্তিক ও পেশাগত দক্ষতা জোরদার করছেন (প্রশাসন, ২০১৭)। তাদের আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা জোরদার করার মাধ্যমে শিক্ষকরা ব্যস্ত পরিস্থিতিতেও কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। উপরন্তু, শিক্ষকরা পিতামাতা এবং সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র: ইতিবাচক শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের ক্যাসকেডিং সুবিধা, ২০২১

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের গুরুত্ব:

শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। একটি কার্যকর শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক স্বল্পমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি সমৃদ্ধ শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ তৈরি করে, শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্য বিকাশে সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে (Buffet, ২০১৯)। একইভাবে ইতিবাচক সম্পর্কগুলি আচরণগত সমস্যাগুলি হ্রাস করতে পারে এবং একাডেমিক সাফল্যকে উন্নীত করতে পারে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছাত্রদের একাডেমিক সাফল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই সম্পর্কগুলি শিক্ষার্থীদের সেই নির্দিষ্ট বছরের জন্য সমর্থন করে যে তারা শিক্ষার সাথে শিক্ষাগত পরিবেশে কাটায় (Buffet, ২০১৯)। একইভাবে, একটি ইতিবাচক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি নিশ্চিত করে যে তারা জানে যে তাদের ধারণাগুলি মূল্যবান। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের তাদের ভবিষ্যত বছর জুড়ে একাডেমিক অনুসরণ করে এই আত্মবিশ্বাস বহন করে দেয়। এছাড়াও, এই আত্মবিশ্বাস এবং স্ব-মূল্যের স্বীকৃতি ছাত্র জীবনের সামাজিক এবং মানসিক দিকগুলিতে দেখা যায়। আরেকটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হল যে ইতিবাচক শিক্ষক সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের তাদের ভুলগুলিকে ইঙ্গিত করতে শেখায় যা তারা শিখছে। শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে ভুলগুলিকে সনাক্ত করতে শেখায়। এই ধরনের সম্পর্ক ছাত্রের জন্য দীর্ঘমেয়াদে আত্মবিশ্বাসকে উৎসাহিত করবে।

সহায়ক তথ্য ৬.২

পেশাগত সম্পর্ক

ব্যক্তি কোন কর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক গ্রহণ ও অংশগ্রহণ নীতি অনুসরনের মাধ্যমে কর্মী ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা সাহায্যার্থীর মধ্যে যে গভীর, ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক, সহানুভূতিপূর্ণ অথচ পেশাগত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাই হচ্ছে পেশাগত সম্পর্ক।

- **প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নে করনীয়**
    ১. সহকর্মীদের সাথে দেখা করা।
    ২. প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা।
    ৩. ভালোভাবে ইতিবাচক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।
    ৪. ভালো কাজের প্রশংসা করা।
    ৫. তার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোনা।
    ৬. কোন বিষয় শেয়ার করতে আগ্রহী হওয়া।
    ৭. নিয়মিত ষ্টাফ মিটিং করা
    ৮. প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা
    ৯. সহকর্মীদের প্রতি সদয় থাকা
    ১০. রাগন্বিত না হওয়াা।
    ১১. ধৈর্য্য না হারানো।

মনে রাখবেন আপনার সহকর্মীই আপনার বন্ধু।

সহায়ক তথ্য ৬.৩

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নে করনীয়

১. সকল শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকা।
২. শিক্ষার্থীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা।
৩. নিয়মিত শিক্ষার্থীর খোজখবর নেয়া ও প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা।
৪. শিক্ষার্থীর ভালো কাজের প্রশংসা করা।
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করা।
৬. অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখা
৭. শিক্ষা মেলার আয়োজন করা
৮. নিয়মিত সমাবেশ, স্কাউটিং করা
৯. প্রজেক্ট, এসাইনমেন্ট, পরিদর্শন, পরীক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করার মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়ন
১০. পাঠদানে বিশেষ পদ্ধতি-কৌশল ব্যাবহার করা
১১. রাগন্বিত না হওয়াা।
১২. ধৈর্য্য না হারানো।

মনে রাখবেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুসম্পর্কই শিক্ষার বুনিয়াদ

মডিউল-১

অধিবেশন-৭	আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তুলতে অংশীজন সম্পৃক্ততা ও উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কমিউনিটিকে সম্পৃক্তকরণের কৌশল নির্ধারণ করতে পারবেন।

খ. আন্তঃসম্পর্কোন্নয়ন ও নিবিড় যোগাযোগ উন্নয়নে মা সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ ও হোম ভিজিট এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অধিবেশনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলঃ একক কাজ, আলোচনা, দলগত কাজ,উপস্থাপন

সহায়ক তথ্য ৭.১

বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কমিউনিটিকে সম্পৃক্তকরণ কৌশলঃ

- ❖ নিয়মিত মা ও অভিভাবক সমাবেশ করা
- ❖ হোমভিজিট করা
- ❖ এসএমসি'র মিটিং নিয়মিত করা এবং মিটিং এর জন্য চিঠি করে আমন্ত্রণ জানানো
- ❖ নিয়মিত মা ও অভিভাবক সমাবেশ করা
- ❖ নিমন্ত্রণ পত্রের মাধ্যমে মা ও অভিভাবককে আমন্ত্রণ জানানো
- ❖ অভিভাবকদের যথাযথভাবে সম্মান করা এবং মানসম্মত বসার ব্যবস্থা করা
- ❖ এসএমসি'র মিটিং এবং মা ও অভিভাবক সমাবেশে মানসম্মত নাস্তার ব্যবস্থা করা

- ❖ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশীজনকে নিমন্ত্রণ পত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো
- ❖ বিদ্যালয়ের দাতাদের জন্য দাতা বোর্ড স্থাপন করা এবং দাতাদের অনুমতিক্রমে তাঁদের নাম বোর্ডে লিপিবদ্ধ করা
- ❖ বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমন্ত্রণ জানানো এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখা
- ❖ এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো
- ❖ এলাকাবাসীকে বিদ্যালয়ের প্রতি মালিকানাবোধ সৃষ্টি করা

সহায়ক তথ্যঃ ৭.২

মা ও অভিভাবক সমাবেশের গুরুত্বঃ

- ❖ শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়, মা ও অভিভাবকদের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি হয়।
- ❖ বিদ্যালয়ের প্রতি মা ও অভিভাবকদের আস্থা তৈরি হয়।
- ❖ মা ও অভিভাবকদের মোটিভেশন দেওয়া যায়।
- ❖ মা ও অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারেন ফলে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান বৃদ্ধি পায়।
- ❖ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায় এবং ঝরে পড়া রোধ করা যায়।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নকারীর হার বৃদ্ধি পায়।
- ❖ শিক্ষকদের সন্মান বৃদ্ধি পায়।
- ❖ বাল্য বিবাহ রোধ/হ্রাস করা যায়।
- ❖ বিদ্যালয়ের প্রতি মালিকানাবোধ জন্মে ফলে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে অবদান রাখেন।

হোমভিজিটের গুরুত্বঃ

- ❖ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।
- ❖ শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা যায়।
- ❖ শিক্ষার্থীর সম্বন্ধে অজনা অনেক তথ্য জানা যায়।
- ❖ শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- ❖ শিক্ষক, শিক্ষার্থী সম্বন্ধে একটি সার্বিক ধারণা লাভ করতে পারেন যা তাকে পরবর্তীকে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

মডিউল-১

অধিবেশন-৮	**বিদ্যালয়ে নিরাপদ, নান্দনিক ও শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে নেতৃত্ব**

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।

গ. নান্দনিক বিদ্যালয় বিনির্মাণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

অধিবেশনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল: ভিডিও প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ,

সহায়ক তথ্য ৮.১

নিরাপদ বিদ্যালয় কী?

প্রতিদিন স্কুলে এবং স্কুলের আশেপাশে নানা ধরণের বিপদ শিশুদের শিক্ষা ও সুরক্ষার অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলে। নিরাপদ স্কুল হল সহিংসতা, প্রাকৃতিক ও দৈনন্দিন বিপদ ও সংঘাত থেকে স্কুলে এবং স্কুলের আশেপাশে শিক্ষার্থীরা নিরাপদ। অর্থাৎ নিরাপদ বিদ্যালয় হলো যে কোন ধরণের সহিংসতা ও বিপদ মুক্ত বিদ্যালয়।
যেমন: ধমক, বুলিং, যৌন হয়রানি, শারীরিক শাস্তি, মানসিক শাস্তি এবং সহিংসতা মুক্ত।

শিশুবান্ধব বিদ্যালয় কী?

একটি শিশু-বান্ধব স্কুল হল এমন একটি বিদ্যালয় যা শিশুদের মৌলিক অধিকার অর্জনকে স্বীকৃতি দেয় এবং লালন করে। তখনই একটি স্কুল শিশুবান্ধব বলে বিবেচিত হয় যখন এটি শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর এবং সুরক্ষামূলক পরিবেশ প্রদান করে। চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্কুলে, শিশু অধিকার এবং সমস্ত শিশুকে সম্মান করা হয়।

নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ের গুরুত্ব

শিশুদের শিক্ষা ও বিকাশে বিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই অবশ্যই শিশুর বিকাশের জন্য নিরাপদ ও শিশুবান্ধব পরিবেশের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। একটি শিশু-বান্ধব পরিবেশ তাদের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশের জন্য শিশুদের সাধারণ মঙ্গলকে উন্নত করে।

একটি শিশু-বান্ধব স্কুল এমন একটি যা শিশুদের চাহিদা মেটাতে এবং তাদের শেখার জন্য একটি নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশ প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি স্কুল শিশু-বান্ধব কিনা তা মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন অনেকগুলি মান এবং সূচক রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শারীরিক পরিবেশ,

পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান ও শেখার পদ্ধতি এবং উপলব্ধ সহায়তা পরিষেবার মতো বিষয়গুলি। একটি শিশু-বান্ধব স্কুল হল এমন একটি স্কুল যেটি সমস্ত শিশুর পটভূমি বা ক্ষমতা নির্বিশেষে স্বাগত জানায় এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে প্রতিটি শিশু নিরাপদ, মূল্যবান এবং সম্মানিত বোধ করে। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে শিশুরা শিখতে এবং বেড়ে উঠতে পারে এবং যেখানে তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর সুযোগ দেওয়া হয়।

সহায়ক তথ্য ৮.২

একটি নিরাপদ বিদ্যালয় বিনির্মাণের ক্ষেত্রসমূহ

১. **কার্যকর শিখন শেখানোঃ** দক্ষ শিক্ষক, উপকরণ ব্যবহার, সকল শিশুর প্রতি সমান আচরণ, বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার ইত্যাদি।

২. **কার্যকর নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনাঃ** যেমন: শিক্ষক ব্যবস্থাপনা, সহযোগিতামূলক সম্পর্ক, স্কুলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা, যাবতীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

৩. **কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ** বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার বিদ্যালয়ের অবস্থা ও বিদ্যালয়ে কি ঘটছে সে সমন্ধে অবহিত থাকা।

৪. **কার্যকর অংশগ্রহণঃ** যেমন: এলাকাবাসীর সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, বিদ্যালয়ের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকা, শিশুদের অগ্রগতি নিয়ে অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময় করা।

৫. **বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশঃ** বিদ্যালয় ভবন যথাযথভাবে মেরামত করা, খেলাধুলার জন্য সুপরিসর মাঠ থাকা, খেলার মাঠ নিরাপদ, পরিষ্কার এবং আকর্ষণীয় থাকা, বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনন্দময় ও নিরাপদ রাখা যাতে শিশুরা শিখতে আগ্রহী হয়।

৬. **সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিঃ** বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা

৭. **সমতাঃ** সকল পরিসংখ্যানে ছেলে মেয়ে উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া, ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার থাকা, স্কুল ম্যনেজিং কমিটিতে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ নেওয়া

৮. **বিদ্যালয় উন্নয়ন:** বিদ্যালয়ের চাহিদা নিরুপণে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সঙ্গে আলোচনাপূর্বক পরিকল্পনা করা, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সঙ্গে খসড়া পরিকল্পনা সম্পর্কে মতবিনিময় করা, বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা

৯. **যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনঃ** প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সঙ্গে যোগাযোগ করতে উৎসাহী, যথাসময়ে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভা আয়োজন করা, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় সরকারের নীতি এসএমসি, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা, বিদ্যালয় এলাকার ব্যক্তিবর্গ ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করা

১০. **শিখন শেখানো কার্যক্রমঃ** শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা থাকা, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ জাতীয় শিক্ষাক্রম বুঝতে পারা, সময়মত বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরু ও শেষ হওয়া, নিয়মিত শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত সভা করা, শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার

আলোকে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বলতে পারা, এসএমসি কর্তৃক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি পরিবীক্ষণ করা ও শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা শিক্ষা উন্নয়নে লাগসই শিক্ষা সহায়ক শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক সহায়িকা, প্রশ্ন-পুস্তিকা, নির্দেশিকা ব্যবহার করা, সরকার প্রদত্ত উপকরণ, সম্পূরক পঠন সামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা হয়।

১১. **শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নঃ** প্রধান শিক্ষক কর্তৃক একাডেমিক তত্ত্বাবধান করা, সহকারী শিক্ষকদের সবলদিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারা, আর্থিক বিষয়ে রেকর্ডপত্র স্বচ্ছভাবে সংরক্ষণ করা ও ব্যবস্থাপনা করা

১২. **শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাঃ** শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা, এক শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের শব্দ অন্য শ্রেণিকক্ষের পাঠদানকে ব্যহত না করা, শিক্ষক ও শিশুদের হাঁটাচলার যথেষ্ট জায়গা থাকা, শিশুর কাজ করার জন্যে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা, শিশুদের কাজ করার জন্যে প্রতি বেঞ্চে যথেষ্ট জায়গা থাকা, বিভিন্ন ধরনের কাজ করার উপযোগী করে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত, সকল শ্রেণিতে চকবোর্ডের লেখা শিশুরা দেখতে পারা, শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন।

১৩. **পাঠ পরিকল্পনাঃ** শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকা পড়ে থাকেন, শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি করে থাকেন, শিক্ষকগণ পাঠের শিখনফল জানেন, শিক্ষকের লিখিত পাঠ পরিকল্পনা থাকা, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা, শিক্ষকগণ বিভিন্ন ধরনের শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করা, শিশুদের অনুশীলন করার জন্য পর্যাপ্ত কাজ দেওয়া, শিশুরা শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে, শিশুরা পরস্পরের সঙ্গে মতবিনিময় করে, শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখেন, শিক্ষক প্রতিটি শিশুকে প্রশ্ন করেন, প্রত্যেক শিশুর প্রতি শিক্ষক সমান মনোযোগ দেন, অপারগ অথবা পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিখন চাহিদা নিরুপন করেন।

১৪. **শিশুর কাজঃ** শিশুদের কাজ প্রদর্শন করা হয়, সকল শিশুর খাতা আছে, শিশুদের কাজ মূল্যায়ন হয়, শিশুদের খাতার কাজ সুসংগঠিত, শিশুদের খাতায় বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে, শিশুরা অধিকাংশ সময় কাজে থাকে, উচ্চতর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজ দেওয়া হয়

১৫. **শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের প্রতিক্রিয়াঃ** শিশুদের প্রতি শিক্ষকগণ বন্ধুভাবাপন্ন, সকল শিশুর প্রতি শিক্ষকগণ সমান দৃষ্টি দিয়ে থাকেন, শিক্ষক শিশুদের প্রশংসা করেন, শিক্ষক ফলাবর্তন (Feed Back) দেন, শিক্ষক ছেলে-মেয়ের প্রতি সমান আচরণ করেন, শিশুদের দোষ ত্রুটি বিষয়ে শিক্ষক সহানুভূতির সাথে দেখেন

বিদ্যালয়কে নিরাপদ, নান্দনিক ও আনন্দময় করতে করণীয়

প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে সহকারী শিক্ষকের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক তা নিয়ে বিদ্যালয় পর্যায়ে কাজ করবেন। উদাহরণ স্বরূপ:

শিখন পরিবেশঃ বিদ্যালয়ের মাঠ ও অঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শ্রেণিকক্ষসমূহে পরিষ্কার ও পর্যাপ্ত আলো বাতাস ব্যবস্থা, শ্রেণিকক্ষ দর্শন ও শ্রবনের জন্য উপযুক্ত, শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পানির সরবরাহ, অন্তত দুইটি পরিষ্কার ওয়াশব্লক, যার মধ্যে মেয়েদের জন্য একটি।

শিক্ষাক্রমঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সমাবেশ, জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রকাশিত শিখন সামগ্রী, স্টাফরুমে অন্যান্য শিখন সহায়ক সামগ্রী, শ্রেণিতে পাঠদানের সময় শিখন সামগ্রী ব্যবহার ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করাঃ বিদ্যালয়ে নিরাপদ পরিবেশ বিরাজ, শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্পষ্ট আচরণ বিধি অনুসরণ করা, বিদ্যালয়ের শৃংখলা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ, শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করা।

সমতাঃ ছেলে-মেয়ে, লম্বা-খাট, ধনী-গরীব, পারগ-অপারগ শিক্ষাদের সমতা আনয়ন।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমঃ নানা ধরনের সহশিক্ষাক্রমমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, যাতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে জাতীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা, এ সকল কার্যক্রম প্রায়ই আয়োজন করা, এ সকল কার্যক্রম আয়োজনে অভিভাবক ও পিতামাতা সক্রিয় অংশগ্রহণ।

শ্রেণিকক্ষঃ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত আসন রাখা, শ্রেণির মধ্যে হাঁটাচলার জন্য জায়গা রাখা, শ্রেণির দেওয়াল ও বেঞ্চসমূহ পরিষ্কার রাখা, দেওয়ালে দর্শনযোগ্য সামগ্রী প্রদর্শন করার ব্যবস্থা রাখা, শ্রেণির চকবোর্ডটি ভাল ও ব্যবহারযোগ্য রাখা ও চকবোর্ডটি সকল শিক্ষার্থী ভালভাবে দেখতে পারা ইত্যাদি।

==========